স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সখ্যা	কারিগরি প্রকল্পে সখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৮টি	০৪ টি	০০ টি	০০ টি	০৪ টি	০৪ টি	৬৬.৬৬%-৩০০%	০১ টি	৮.৮৮%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৮ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
সীমান্তে ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন।	৩৯৫৫.৫৬	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৫
পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (সংশোধিত)।	১২২৭৯.৭৭	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ৮৫টি বিওপি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	৪৫১৪.১৫	অক্টোবর ২০১১ হতে জুন ২০১৫
মডার্নাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদাহ্ (সংশোধিত)।	২১২৩.৬২	ফেব্রুয়ারি ২০০১ হতে জুন ২০১৫
ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী অব বাংলাদেশ।	১৮৬৯.৪২	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৫
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)।	৮০৪৯.১১	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫
পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ।	৯৭৩৬.০৯	জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৫
৪৫টি জেলায় পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে সিআইডি'র ৪৫টি অফিস ভবন নির্মাণ।	১৯৯৬.৩৮	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (সংশোধিত)।	নির্মাণ সামগ্রীর মুল্য বৃদ্ধি এবং সিডিউল রেট বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ০৪/১০/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে মোট ১২৫৬২.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অতপরঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ৮৫টি বিওপি নির্মাণ (১ম	প্রকল্পটি বিগত ০১-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সম্স্লুর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৪৫.১৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
সংশোধিত) ।কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ।	মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।
মডার্নাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদাহ্ (সংশোধিত)।	নির্মাণ সামগ্রীর মুল্য বৃদ্ধি এবং সিডিউল রেট বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ০৪/১০/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে মোট ১২৫৬২.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অতপরঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী অব বাংলাদেশ।	উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ২০৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ৭-৭-২০১১ তারিখে একনেক বৈঠকে এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় পরবর্তীতে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত হয়।
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)।	উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ৯৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪-০২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠক কর্তৃক এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবতীতে ১০৩১৩.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি সংশোধিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।
পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ।	প্রকল্পটি সম্পুর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৯৭৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৫-১১-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবতীতে ১০২০৩.৩৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে সংশোধিত প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
৪৫টি জেলায় পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে সিআইডি'র ৪৫টি অফিস ভবন নির্মাণ।	উপযুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ২৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১০-০৯-২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

সীমান্তে ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মল্যায়ন পতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম ঃ সামা?২৯টি বিওপিতে বিদ্যৎ সংযোগ এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বডার গাড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যতায়ন।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ স্রাষ্ট মন্ণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বডার গাড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৫২৩.৪৮ ৫৫২৩.৪৮ -	৩৯৬০.০০ ৩৯৬০.০০	৩৯৫৫.৫৬ ৩৯৫৫.৫৬ -	জুলাই,২০১৩ হতে জুন, ২০১৫	-	জুলাই,২০১৩ হতে জুন, ১৫	-	-

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	Purchase of Stationery	4.00	-	4.00	-
2.	Honorariun	3.00	-	3.00	-
3.	Electrification of 168 Nos BOPs by Solar Power System	3245.08	168	3244.97	168
4.	29 BOP's Electric Connection	1476.50	29	367.59	29
5.	Construction of 168 Nos Room for installing solar power system	336.00	168	336.00	168
6.	Physical Contingency	76.86	-	-	-
7.	Price Contingency	382.03	-	-	-
	Total=	**5523.48**		**3955.56**	

৬। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭? সাধারণ পযবেক্ষণ ঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি ঃ

বাংলাদেশ রাইফেলস দেশের সীমান্ত এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচার, মাদক দ্রব্য চোরাচালান প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত। অবৈধভাবে পণ্য প্রবেশের কারনে দেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবেলার জন্য দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় মোট ৬৪৭টি বর্ডার আউট পোষ্ট (বিওপি)/ক্যাম্প রয়েছে। ৬৪৭টি বিওপি এর মধ্যে শুধুমাত্র ২৮৫টি বিওপিতে প্রচলিত বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। পিডিবি ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে এ বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎবিহীন ৩৪৪ টি বিওপি চর , হাওর, পার্বত্য ও অনগ্রসর এলাকায় অবস্থিত। "সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (সমাপ্ত) মাধ্যমে সম্প্রতি বিজিবি'র ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ এর অভাবে অবশিষ্ট ১৯৭টি বিওপি রাতের বেলা প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে অবশিষ্ট বিদ্যুৎবিহীন দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলের ২৯টি বিওপিতে প্রচলিত বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ১৬৮টি বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এর মাধ্যমে ১৯৭টি বিওপিতে সার্বক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়া আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সীমান্ত এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ২১০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

* বিদ্যৎ বিহীন দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলের ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন করা;
* বিজিবি এর ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি চালু রাখা;
* বিজিবি এর অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "সীমান্তে ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন" শীর্ষক ৫৭৭০.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৭.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

প্রচলিত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান-২৯টি বিওপিতে

সোলার প্যানেল স্থাপন-১৬৮টি বিওপিতে।

৭.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	লেঃ কর্ণেল মোঃ ওবায়দুল হক	৩-৬-২০১৩	২২-২-২০১৪	খন্ডকালীন
০২	কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম	২৩-২-২০১৪	৩০-৬-২০১৫	খন্ডকালীন

৮.০ পকল্পের পধান পধান অঙ্গ ও তার বা?য়ন ঃ

৮.১ **১৬৫ সোলার প্যানেল স্থাপন** ঃ বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে ১৬৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

৯.০ **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

গত ১৮/১২/২০১৫তারিখে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট পরিচালক কর্তৃক "সীমান্তে ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডাও গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কক্সবাজার, যশোর, রাজশাহী, নওগাঁ, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও জেলার স্থাপিত সোলার প্যানেল সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

৯.১ **টেকনাফ, কক্সবাজার জেলা (৪২ নং বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন) ঃ**

গত ১৮/১২/২০১৫তারিখে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এ উনচিপ্রাং বিওপির সৌর বিদ্যুতায়ন এর কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিওপির ভিতরে স্থাপিত ব্যাটারী ও ইনভার্টার মেশিন দেখা হয়। বিওপি সদস্যগণ জানান যে উক্ত সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের ফলে তাদের ব্যাটারী চার্জ, ইলেকট্রিক ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্র চার্জ টেলিভিশন দেখার কক্ষে আলোর ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। আগে তাদের ওয়াকিটকি ব্যবহাওে, টেলিভিশনে খবর দেখায় বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকায় অসুবিধার সৃষ্টি হত। বিওপি ভবনের ছাদের উপরে স্থাপিত সোলার প্লান্টে কিছু ধুলাবালি জমা হয়ে থাকতে দেখা গেছে। বিওপি সদস্যগণ জানান যে এখন নিয়মিত তারা উক্ত প্লান্টের ধুলাবালি পরিস্কার করবেন।

৯.২ মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চলে গেলে তাদের সমস্যা হত। সোলার প্যানেল স্থাপনের পর তাদের বিভিন্ন সুবিধা হয়েছে। ফলে তারা টহল জোড়দার করতে পারেছেন। তারা জানান যে উনচিপ্রাং বিওপিটি অনেকটা নির্জন স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এবং বড় ঘুর্ণিঝড় কাল-বৈশাখী হলে সরাসরি ভবনে আঘাত করে। যদি এক একরের পরিবর্তে দুই একর জমি বরাদ্দ দেয়া হত তাহলে তাদের গাছ লাগানোর মাধ্যমে নিরাপত্তা বেষ্টনী, মাছ চাষ ও সবজি চাষে সুবিধা হত। অত্যন্ত পিচ্ছিল কাঁচা রাস্তা দিয়ে প্রয়োজনীয় বাজার ঘাট করার জন্য ১০/১২ কিঃমিঃ দূরে বাজারে যাওয়ায় মাঝে মাঝে বাজার ঘাট করা বন্ধ রাখতে হয় বিশেষ করে যখন ঝড় বৃষ্টির হয়।

৯.২ **যশোর জেলা (২৬ নং বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন) ঃ**

গত ২১/০১/২০১৬ তারিখে যশোর জেলার পলায়নপুর পাচপীর ও হিজলী বিওপিতে স্থাপিত সোলার প্যানেল নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শিত হয়েছে। পরিদর্শককালে ইনর্ভাটার মেশিন, ব্যাটারী ও সোলার প্যানেল ভাল অবস্থায় দেখা গেছে। এখন তারা নিয়মিত আলো পাচ্ছেন এবং ওয়াকিটকিও মোবাইলে চার্জ দিত পারছেন। পূর্বের তুলনায় তারা রাতের বেলা প্রায় সব এলাকায় এখন টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্বের তুলনায় ফেনসিডিল, গাজা, চরস. হেরোইন পাচার কমেছে বলে বিওপি সদস্যগণ জানিয়েছেন। নারী ও শিশু পাচারও কমেছে।

৯.৩ রাজশাহী জেলা (৩৭ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন) ঃ

গত ১৩/৪/২০১৬ তারিখে রাজশাহী জেলায় গোদাগাড়ী উপজেলায় বিদিরপুর, প্রেমতলী ও খরচাকা বিওপিতে স্থাপিত সোলার প্যানেল নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিপির নির্মাণ শাখার অতিঃ পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে উক্ত বিওপিতে স্থাপিত ইনভার্টার মেশিন, ব্যাটারী ও সোলার প্লান্ট ভাল অবস্থায় দেখা যায়। তবে ছাদের উপরে সোলার পস্নান্টে প্রচুর ধুলা-বালি জমে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া কয়েকটি পস্নান্টের উপরে বিভিন্ন গাছের ডাল দেখা যায়। এ সকল ডাল কেটে ফেলা প্রয়োজন। কারণ ঝড়ে এসকল ডাল ভেঙ্গে পরে সোলার প্লান্ট ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা ইতোপূর্বে কয়েকটি স্থানে দেখা গেছে।



রাজশাহী প্রেমতলী ও খরচাকা বিওপিতে স্াপিত সোলার প্যানেলের ব্যাটারী কক্ষ

৯.৪ নওগাঁ পত্নীতলা (৪৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন) ঃ

নওগাঁ সীমান্তে পত্নীতলা সীমুলতলা বিওপিতে বিদ্যুতায়ন কাজ দেখা হয়। উক্ত বিওপি'র ছাদের সোলার প্যানেলের পাশাপাশি ইলেকট্রিক সংযোগ অর্থাৎ পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ দেখা যায়। সোলার প্যানেলটিতে ধুলা পরা অবস্থায় দেখা যায়। ইনভার্টার মেশিন ও ব্যাটারী ভাল অবস্থায় রয়েছে। অপর প্রান্তে ভারতের কিছু অংশে কাটাতারের বেড়া দেখা যায়নি। বর্ষাকালে পানিতে ডুবে থাকে বলে এখানে কাটাতার দেয়া হয়নি। ওপারের অর্থাৎ ভারতের সীমানায় লাইট পোষ্ট আছে যা এ প্রান্তে (বাংলাদেশে) নেই। এখানে ভারত থেকে প্রবাহিত একই নদীর সংযোগ রয়েছে। উক্ত নদী দিয়ে কলার ভেলায় বা বাশের চালিতে করে বিভিন্ন মাদক দ্রব্য বাংলাদেশ আসে যা বিওপি সদস্যগণ কয়েকদফা উদ্ধার করেছেন বলে জানান। তাই এখানে বাংলাদেশ প্রান্তে লাইট পোষ্ট স্থাপন অত্যান্ত জরুরী। এছাড়া নদীর মধ্যে একটি অস্থায়ী বেড়া/গেট তৈরি করা গেলে মাদক পাচার বন্ধ করা সহজ হবে।



বিওপিতে স্থাপিত সোলার প্ল্যান্ট

৯.৬ ঠাকুরগাঁও জেলা ঃ

গত ১৫/৪/২০১৬ ঠাকুরগাঁও জেলায় ৩০ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়েনের আওতায় বালিয়াডাঙ্গির মুন্ডুমালা ও মলানী সৌর বিদ্যুতায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এখনও বিওপি দুটি চালু হয়নি। বিজিবির সংশিষ্ঠ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত পরিচালক) জানান যে, বিওপিতে যাতায়াতের রাস্তাটি এখনও কাঁচা রয়েছে। ফলে বিওপি স্থানান্তরে বিলম্ব হচ্ছে। তবে খুব শীঘ্রই বিওপি স্থানা ন্তর করা হবে এবং বিজিবি সদস্যদের টহল কার্যক্রমসহ যাবতীয় কার্যাদি চলবে। তবে এ বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপিত হয়েছে। বিজিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে বিওপি চালু হলে সোলার প্যানেলের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

৯.৭ **সোলার প্যানেল প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া** ঃ সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়নের কাজের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রচলিত নিয়মকানুন অনুসরণপূর্বক এবং গুণগত মান বজায় রাখার নিমিত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে সরকারী সংস্থা Bangladesh Diesel Plant (BOP) Ltd. এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে মোতাবেক তারা উক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করেছেন।

৯.৮ **অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি** ঃ পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৬ এর এফ অংশে মনিটরিং এন্ড অডিটিং এর ইন্টারন্যাল এবং এক্সটারন্যাল অডিট-এ অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়নি। তবে কোন অডিট আপত্তি অনিস্পন্ন অবস্থায় থাকে আইএমইডিকে তা জানানো প্রয়োজন।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
* বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন সীমান্ত অঞ্চলের ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন করা; * বিজিবি এর ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি চালু রাখা; * বিজিবি এর অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	* বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সামান্ত অঞ্চলের ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। * বিজিবি এর ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। * বিজিবি এর অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.০ <u>উদ্দেশ্য পরোপরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ</u> ঃ পযোজ্য নয়।

১২.০ <u>সমস্যা</u> ঃ

১২.১ সোলার প্যানেল প্লান্টে ধুলাবালি জমে থাকা ঃ কোন কোন সোলার প্লান্টে দীর্ঘ দিনের ধুলাবালি জমা হয়েছে যা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়নি।

১২.২ কোন কোন বিওপির উপরের ছাদের স্থাপিত সোলার পস্নান্টের উপরে গাছের ডাল থাকাঃ যে সকল বিওপির ছাদে সোলার প্যানেলের উপরের অংশে বড় গাছের ডাল রয়েছে তা প্লান্টের জন্য হুমকি স্বরূপ।

১২.৩ কোন কোন অঞ্চলে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় টহল ব্যহত হওয়া ঃ যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ ঘন ঘন চলে যায়সে সকল বিওপিতে সোলার প্যানেল না থাকায় টহল কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১৩.০ <u>সপারিশ/মতামত</u> ঃ

১৩.১ প্রকল্পের অধীনে বিওপি সমূহে সংযোগকৃত বিদ্যুৎ যন্ত্রাংশ স্থাপিত সৌর প্যানেলসমূহ নিয়মিত রক্ষণা-বেক্ষণ করতে হবে যাতে এদের স্থায়ীত্ব দীর্ঘায়িত হয়।

১৩.২ যে সকল বিওপির আশে পাশে ভারতের নদী প্রবাহিত/অবস্থিত যে সকল স্থানে জররী ভিত্তিতে লাইট পোষ্ট ও রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে এবং নদীতে রাতে টহল জোড়দার করা যেতে পারে যাতে মাদক চোরাচালানের নতুন কৌশল ঠেকানো যায়। সীমান্তবর্তী প্রবাহিত নদীতে বেড়া বা গেট নির্মাণের মাধ্যমে নদীর ভিতর দিয়ে আসা মাদকদ্রব্যের চোরাচালান প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.৩ কিছু কিছু সোলার প্লান্টের উপর বড় গাছের ডাল/পালা পরিলক্ষিত হয়েছে। যে কোন সময় ঐ ডাল ভেঙ্গে সোলার প্যানেলের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।তাই এ ধরনের ক্ষেত্রে উক্ত অপ্রয়োজনীয় ডাল/পালা দ্রম্নত অপসারণ করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত সুর্যের আলোর প্রাপ্তির লক্ষ্যেও ডালপালা কাটা দরকার।

১৩.৪ যে সকল দূর্গম পাহাড়ী এলাকার বিওপিসমূহে এখনও বৈদ্যুতিক সংযোগ বা সোলার প্যালেন স্থাপিত হয়নি সে সকল বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ????মূল্যায়ন পতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জন, ২০১৫)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (সংশোধিত)

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহায়তায় পুলিশ অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্ত বায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৮৯৯৪.০৪ ৮৯৯৪.০৪ -	১২৫৬২.৩৩ ১২৫৬২.৫৩ -	১২২৭৯.৭৭ ১২২৭৯.৭৭ -	জুলাই,০৮ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই,০৮ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই,০৮ হতে জুন, ২০১৫	৩৫৬৮.২৯ (৩৯.৬৭%)	২ বছর

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	Pay & allowance	48.00	3 person	49.61	3 person
2.	Fuel & Lubricants	40.00	L.S	40.72	L.S
3.	Preparation Printing and binding of DPP printing of structural desing and drawing	8.00	L.S	6.37	L.S
4.	Prrchase of Stationeries	7.00	L.S	7.00	L.S
5.	Advertisement	5.00	L.S	4.99	L.S
6.	Consultant	3.80	1 person	3.80	1 person
7.	Honorarium	5.10	L.S	2.71	L.S
8.	Soil investigation	28.94	L.S	8.12	L.S
9.	Miscellaneous	30.00	L.S	29.61	L.S
10.	Repair & Maintence of vehicles	25.00	L.S	25.00	L.S
11.	Foundation stone laying & opening ceremony	20.00	L.S	7.29	L.S
12.	Land cost	144.44	0.85 Acre	0	Acre
13.	Site Development	208.15	127621 Cum		127621 Cum
14.	Construction of Thana Cum Barrack	9577.89	44820.5		44820.51

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	building		1 sqm	12030.65	sqm
15.	External Water supply	387.40	50 jobs		50jobs
16.	Gas Connection	8.51	5 jobs		5 jobs
17.	Internal Road	439.38	24221.87 sqm		24221.87 sqm
18.	Surface drain	84.83	5026.40 rm		5026.40 rm
19.	Boundary wall	1037.77	19520.40rm		19520.42rm
20.	Electrical equipments	348.17	50 jobs		50 jobs
21.	Arboriculture	7.26	50 jobs		50 jobs
22.	Computer & other Accessories	4.70	4 nos	3.96	3 nos
23	Office Equipments	3.50	4 nos	1.64	4 nos
24.	Furniture	1.00	L.S	1.00	L.S
25.	Transport & Vehicles-rent	57.30	2 nos	57.30	2 nos
26.	Physical Contingency 2%	5.00	-	-	-
27.	Price Contingency 3%	26.18	-	-	-
	Total=	12562.33		12279.77	

৬.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৬.১ **পটভূমি ঃ**

দেশে বিদ্যমান থানা ভবনসমূহ অধিকাংশই বৃটিশ আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল। শত বর্ষের পুরাতন এসব থানা ভবন সেমি-পারমানেন্ট স্ট্রাকচার ও টিন দ্বারা নির্মিত হওয়ায় অনেক আগেই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে এ সকল থানায় টিনের চাল এবং ভবনের ছাদ ফুটো হয়ে বৃষ্টির পানিতে মূল্যবান নথিপত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এছাড়া ঘুর্ণিঝর/কালবৈশাখী ঝড়ের সময় এসব থানায় পুলিশের জান-মাল নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমে পুলিশ অধিদপ্তরের ৯৫টি থানার জরাজীর্ণ ভবনসমূহ পুনঃ নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ১৯/৫/১৯৯৯ তারিখে অনুমোদনের পর বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৮টি থানার কাজ সম্পাদনের জন্য গত ১৯/৭/২০০৬ তারিখে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়িত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিবেচ্য প্রকল্পটি অর্থাৎ ৩য় প্রকল্পটি "পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্যাটার্নে নির্মাণ" শিরোনামে গত ২৬/৫/২০০৮ তারিখে ৮৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং সিডিউল রেট বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ০৪/১০/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে মোট ১২৫৬২.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অতপরঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলিশ বিভাগের থানা ভবনসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাতে সারা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ১২৫৬২.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪-১০-২০১০ তারিখে একনেক বৈঠকে এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৬.৪ প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম ঃ

"পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা, ড্রেন, বাউন্ডারী ওয়াল, আরবরিকালচার, মেরামত ও সংরক্ষণ, কম্পিউটার ক্রয়, অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ভাড়া, ভূমি ক্রয়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মাটি পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব গাজী মোঃ মোজাম্মেল হক	০১/৭/২০০৮	২২/১১/২০০৮	খন্ডকালীন
০২	জনাব দেবাশীস চন্দ্র সাহা	২২/১১/২০০৯	১২/২/২০১২	ফুল টাইম
০৩	জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম	১২/২/২০১২	৩০/৬/২০১৫	ফুল টাইম

৮। প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

পাহাড়তলী থানা, চট্টগ্রাম ঃ

৮.১ গত ১৮-১২-২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী থানায় পুলিশ বিভাগের "৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্লানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভবনে স্থাপিত এয়ারকন্ডিশনার নষ্ট অবস্থায় পরে আছে। বাথরমের দরজা ঠিকমত আটকায় না এবং বৈদ্যুতিক লাইন ও ফ্যানে দ'একটিতে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। বাথরমের আংশিক টাইলস করা হয়েছে। পুরো অংশেই টাইলস করার দরকার ছিল বলে পুলিশ সদস্যরা জানান। থানা ভবনে নির্মাণ করা বড় সম্মেলন কক্ষটি যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। ছাদের একজায়গায় ঢাল ঠিকমত না হওয়ায় কিছুটা পানি জমে। থানা ভবনের ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ময়লা/আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে থানার ভারপাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে থানা ভবন পরিস্কার রাখার জন্য কোন পরিছন্ন কর্মী নেই। থানা ভবন পরিস্কার রাখার জন্য দুইজন পরিচ্ছন্ন দরকার বলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জানান।

মেহেন্দীগঞ্জ থানা, বরিশাল ঃ

৮.২ গত ১১/০১/২০১৬ তারিখে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানায় পুলিশ বিভাগের "৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্লানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, থানা ভবনের ছাদ থেকে ফোর্স ব্যারাকে চুঁইয়ে পানি পরে এসে তা নীচের ফ্লোরে জমা হয়। বাথরমের টয়লেটের মধ্যের দেয়ালে কোন ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা নেই। ফলে সব সময় তা অন্ধকার/দূর্গন্ধযুক্ত থাকে। গ্লাস সেলফ এর গ্লাস নেই শুধুমাত্র ষ্টান্ড বা লোহার রড আছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান খালি অবস্থায় থাকা দোতলার ছাদটি নির্মাণ করে দিলে নির্বাচনী কার্যক্রম, বিভিন্ন স্কুল কলেজের পরীক্ষার সময় পুলিশ সদস্যদের অবস্থানের মাধ্যমে অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হত। পুলিশ সদস্যদের ব্যারাকের অভ্যন্তরে জিআই তার না থাকায় মশারী খাটানো, জামাকাপড় রাখায় অসুবিধা হয়। ভবনের প্লাষ্টারের বিভিন্ন স্থানে খসে যাওয়া, নিম্নমানের প্লাষ্টার করা, সিমেন্ট বালুর অনুপাত কম হওয়া ও কিউরিং এ অবহেলা করা হয়েছে।

যার ফলে ভবনের টেকসই নির্মাণ কাজ ব্যহত হয়েছে। বর্তমানে পিডব্লিউডি'র থানা পর্যায়ে কোন অফিস না থাকায় জেলা সদর থেকে সুপারভিশন করা হয়। ফলে নির্বাহী প্রকৌশলাকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী বা উপ-সহকারী প্রকৌশলীর উপর নির্ভর করতে হয়।



মেহেন্দীগঞ্জ থানার দেয়ালের ওয়েদার কোট নষ্ট হওয়া



ভবনের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হওয়া



ব্রীক ওয়ার্কের ফিনিশিং কাজ ঠিকমত না হওয়া



নির্মিত থানা ভবন



জলছাদের নিম্নমানের ব্যবহৃত খোয়া উঠে যাওয়া



জলছাদের বর্তমান অবস্থা (পানি চুঁইয়ে নিচে পড়া)



দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হওয়া



ফেন্সিং ব্রিকের পাশের ফিনিশিং কাজ বাকী থাকা

৮.৩ গত ০৩/০৪/২০১৬ তারিখে ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর থানায় পুলিশ বিভাগের "৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্লানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অর্ভ্যথনা কক্ষের দেয়ালে ওয়াদার কোট উঠে কালো দাগের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অর্ভ্যথনা কক্ষের সাথে সাময়িক বিশ্রামের কক্ষটি একটি গ্লাস দিয়ে পার্টিশন দেয়া প্রয়োজন ছিল বলে অর্ভ্যথনা কক্ষের পুলিশ সদস্যগণ জানিয়েছেন। থানা ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত পুলিশ ব্যারাকের পুলিশ সদস্যগণ জানান যে, কমন বাথরমের অভ্যন্তরে টয়লেটগুলি আকারে ছোট এবং ব্যারাকে উপস্থিত পুলিশ সদস্যের তুলনায় সংখ্যায় কম। ভবনের কমন টয়লেটের সাথে কোন ইউরিনাল না থাকায় পুলিশ সদস্যগণের অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলে জানিয়েছেন।



রাজাপুর থানা ভবনের দেয়ালের টাইলস ভেঙ্গে যাওয়া



রাজাপুর থানা ভবনের ছাদের পানি নিষ্কাশন পাইপের ময়লা জমে থাকা

কেএমপি, খুলনা

৮.৩ গত ২২/০১/২০১৬ তারিখে খুলনায় প্রকল্পের আওতায় কেএমপি এলাকায় নির্মিত থানা ভবনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। নির্মাণ কালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের বীম, কলাম টাইলস ফিটিং ইত্যাদি কাজের মান সন্তোষজনক। সম্প্রতি হস্তান্তরিত হওয়ায় ভবনের ব্যবহার পুরোপুরি শুরু হয়নি। পরিদর্শনকালে ডিউটি অফিসারসহ ৪-৫ জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ভবনের বাথরুমের দুটি টয়লেটের ভিতরে কোন ভেন্টিলেশন নির্মাণ করা হয়নি। এ বিষয়ে উপস্থিত পিডব্লিউডি'র কর্মকর্তা জানান যে, স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপের দিকে ঢাল যথাযথ ভাবে নির্মিত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। এতে বৃষ্টির পানি দ্রুত নির্গত হবে এবং ছাদের সুরক্ষা হবে।

৯. **সমস্যা ঃ**

চট্টগ্রাম পাহাড়তলী

৯.১ **বাথরুমের দরজা ঠিকমত আটকাতে না পারা ঃ** পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে থানা ভবনের দোতলাসহ বিভিন্ন তলার কমন বাথরুমের দরজাসমূহ সঠিকভাবে আটকানো যায় না এবং কোন কোন বাথরমের দরজা ভেঙ্গে পরে গিয়েছে। ফলে বাথরম ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

৯.২ **ফোর্স ব্যারাকসহ কতিপয় কক্ষে লাইট ও ফ্যানের সুইচ-এ সমস্যা ঃ** থানা ভবনের কয়েকটি ফ্যান ও লাইটের সুইচ নষ্ট থাকায় তা জ্বলে না এবং ফ্যান সঠিকভাবে ঘোরেনা বলে উপস্থিত কনস্টেবলগণ জানিয়েছেন।

৯.৩ **শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র নষ্ট থাকা ঃ** থানা ভবনে একটি বড় আকারের কনফারেন্স কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে তার দু'টি অকেজো হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৯.৪ **বাথরুমে টাইলস না থাকা ঃ** থানা ভবনের বাথরুমে আংশিক টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। পুরো বাথরুমটি টাইলস করা হলে টয়লেট ব্যবহারে সুবিধা হত।

৯.৫ **বড় কনফারেন্স হলটি পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়া ঃ** থানা ভবনের মধ্যে যে কনফারেন্স কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে তা অব্যবহৃত অবস্থায় আছে বলে প্রতীয়মান হয়। ভবনের কক্ষসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়ার কোন উদ্যোগ নেই।

৯.৬ **ছাদের একটি স্থান ঢাল ঠিক না থাকা ঃ** থানা ভবনের ছাদের কোন কোন স্থানের ঢাল ঠিকমত হয়নি। ফলে ঐ সকল স্থানে পানি জমে ছাদ ড্যাম্প হবার আশংকা রয়েছে।

৯.৭ **থানা ভবন পরিস্কারের জন্য পরিচ্ছন্নতা কর্মী না থাকার কারনে পরিবেশ পরিছন্ন না থাকা ঃ** থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিল্ডিং এর নোংরা পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, সাংগঠনিক কাঠামোতে কোন পরিচ্ছন্নতা কর্মী না থাকায় এবং নিয়োগ না হওয়ায় ভবনের বিভিন্ন স্থানে ময়লা জমে রয়েছে। তিনি বলেন যে দু'জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেয়া হলে থানার পরিবেশ ভাল থাকবে।

মেহেন্দিগঞ্জ থানা, বরিশাল

৯.৮ থানা ভবনের ছাদের নির্মাণকাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়া ঃ থানা ভবনের জল ছাদে যে ব্রীক চীপস ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। ব্যারাকের পুলিশ সদস্যরা জানান যে ছাদ থেকে পানি চুঁইয়ে ব্যারাকের ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে তাদের অবস্থান করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

৯.১০ ভবনের প্লাষ্টার খসে পড়া ঃ ভবনের বিভিন্ন স্থানের প্লাষ্টার ফাটল ও হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন স্থানে প্লাষ্টার খসে পড়তে দেখা যায়।

৯.১১ টয়লেটে কোন ভেন্টিলেশন না থাকা ঃ টয়লেটের কোন ভেন্টিলেশন না থাকায় সব সময় টয়লেট অন্ধকার ও দূর্গন্ধযুক্ত থাকে।

৯.১২ ফিনিশিং কাজ ঠিকভাবে না করা ঃ ভবনের ফেন্সিং ব্রিকের কাজের নিচের দিকে কিছু অংশ প্লাষ্টার ঠিকভাবে না করায় ফাঁকা রয়েছে।

৯.১৩ পিডব্লিউডি'র উপজেলা অফিস না থাকায় জেলা পর্যায়ে থেকে সুপারভিশন কাজে সমস্যা ঃ পিডব্লিউডি'র উপজেলা পর্যায়ে কোন সেট-আপ নেই। ফলে জেলা শহর থেকে প্রায় দশটি নদী পার হয়ে উক্ত থানায় কাজ সুপারভিশনে অসুবিধা হয়। এছাড়াও এধরনের রিমোট এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনে অসবিধার সৃষ্টি হয়। এসব বিষয়ে পিডব্লিউডি'র কোন ভাল ধারনা ও যথাযথ পরিকল্পনা না থাকায় ভবনের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তক যথাযথভাবে সুপারভিশন করা হয়নি এবং নিম্নমানের কাজ ঠিক করিয়ে নেয়া হয়নি।

৯.১৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদার অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করেছেন। এছাড়া জানা যায় যে তিনি এই অঞ্চলে পিডব্লিউডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য নির্মাণ কাজের ঠিকাদার হিসেবে নিয়োজিত আছেন। সেখানেও তার বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। পিডব্লিউডি কর্তৃক মেহেন্দীগঞ্জের থানা ভবনের নিম্নমানের কাজ করার পরও ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

রাজাপুর থানা, ঝালকাঠী

৯.১৫ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অভ্যথনা কক্ষের দেয়ালে ওয়াদার কোট উঠে কালো দাগের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অর্ভ্যথনা কক্ষের সাথে সাময়িক বিশ্রামের কক্ষটি একটি গ্লাস দিয়ে পার্টিশন দেয়া প্রয়োজন ছিল বলে অর্ভ্যথনা কক্ষের পুলিশ সদস্যগণ জানিয়েছেন। থানা ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত পুলিশ ব্যারাকের পুলিশ সদস্যগণ জানান যে, কমন বাথরুমের অভ্যন্তরে টয়লেটগুলি আকারে ছোট এবং ব্যারাকে উপস্থিত পুলিশ সদস্যের তুলনায় সংখ্যায় কম। ভবনের কমন টয়লেটের সাথে কোন ইউরিনাল না থাকায় পুলিশ সদস্যগণের ব্যবহারে অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলে জানিয়েছেন। দেয়ালে এক জায়গায় স্থাপিত টাইলস উপরের অংশে ভেঙ্গে গেছে। যথাযথভাবে সিমেন্টের আস্তর না করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে পুলিশ সদস্যগণ জানিয়েছেন।

খুলনা

৯.১৬ বাথরমের টয়লেটে ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা না রাখায় বিদ্যুৎ চলে গেলে পুরোপুরি অন্ধকার থাকে, টয়লেট দূর্গন্ধ যুক্ত থাকে। এধরনের ছোট আকারের টয়লেট ব্যবহারে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

১০.০ সুপারিশ/মতামত ঃ

পাহাড়তলী থানা, চট্টগ্রাম

১০.১ থানা ভবনের যে সকল কক্ষের ফ্যান ও লাইটের সুইচ বা ফ্যান নষ্ট তা জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ বা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.২ শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের যে দু'টি এয়ারকন্ডিশনার নষ্ট রয়েছে তা সম্ভব হলে মেরামত করতে হবে অন্যথায় নতুন এয়ারকন্ডিশনার সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে পত্র মারফত যোগাযোগ করতে হবে এবং বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১০.৩ থানা ভবনের বড় কনফারেন্স কক্ষটি যাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.৪ ছাদের যে স্থানে ঢাল ঠিকমত হয়নি তা ঠিক করে দিতে হবে।

১০.৫ থানা ভবনের বিভিন্ন স্থানে যেমন- ছাদ, সিঁড়ি, বারান্দা, বাথরুম যথাযথভাবে পরিস্কার রাখার জন্য বসবাসকারীদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মেহেন্দ্রীগঞ্জ থানা, বরিশাল

১০.৬ ভবনের জল-ছাদে (Lime Tracing) ব্যবহৃত নিম্নমানের খোয়া সরিয়ে যথাযথ মানের খোয়া ব্যবহারপূর্বক জলছাদ পুনঃ নির্মাণ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১০.৭ ছাদ থেকে যে স্থান দিয়ে পানি ফোর্স ব্যারাকে আসে তা অনতিবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.৮ ভবনের খসে পড়া প্লাষ্টার অপসারণ করে নতুন করে যথাযথমান বজায় রেখে পুনঃ পস্নাষ্টারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.৯ টয়লেটের আকার বৃদ্ধিপূর্বক দ্রুত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১০.১০ ভবনের যে সকল স্থানে ফিনিশিং কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

১০.১১ মেহেন্দ্রীগঞ্জ থানা ভবনের কাজ নিম্নমানের হওয়ায় উক্ত কাজের ঠিকাদারকে অবিলম্বে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। প্রকল্পের ও পিডব্লিউডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নিরূপনপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.১২ নির্মাণ কাজের মান যথাযথভাবে বজায় রাখার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.১৩ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাজাপুর থানা, ঝালকাঠী

৯.১৪ রাজপুর থানা ভবনের অর্ভ্যথনা কক্ষের দেয়ালে ওয়াদার কোট উঠে কালো দাগের সৃষ্টি হয়েছে তা যথাযথভাবে মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভেঙ্গে যাওয়া টাইলস দ্রত প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৯.১৫ এছাড়া অর্ভ্যথনা কক্ষের সাথে সাময়িক বিশ্রামের কক্ষটি একটি গ্লাস দিয়ে পার্টিশন দেয়া যেতে পারে।

৯.১৬ কমন বাথরুমের অভ্যন্তরে টয়লেটগুলি আকারে বড় করার ব্যবস্া গ্রহণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা এবং পুলিশ সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ভবনের কমন টয়লেটের সাথে ইউরিনাল নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কেএমপি থানা, খুলনা

৯.১৭ থানা ভবনের বাথরমের টয়লেটের ভেন্টিলেটর নির্মাণ করতে হবে, যাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকার না হয়। টয়লেট যাতে দূর্গন্ধযুক্ত না থাকে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহার উপযোগী ভেন্টিনেশনসহ অপেক্ষাকৃত বড় আকারের টয়লেট নির্মাণ করতে হবে।

?????? ??? সমাপ্ত মূল্যায়ন পতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জন, ২০১৫)

	প্রকল্পের নাম	ঃ	"বডার গাড বাংলাদেশ এর সামা??এলাকায় ৮৫টি বিওপি নিমাণ (১ম সংশোধিত)"।
২.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ	স্বরাষ্ট মন্ণালয়।
৩.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বডার গাড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
৪.০	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়	ঃ	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪৫১৩.৩৫ ৪৫১৩.৩৫ -	৪৬৫৫.৬৬ ৪৬৫৫.৬৬ -	৪৫১৪.১৫ ৪৫১৪.১৫ -	অক্টোবর,১১ হতে জুন, ২০১৪	অক্টোবর,১১ হতে জুন, ২০১৫	অক্টোবর,১১ হতে জুন, ২০১৫	০.৮০ (০.০১%)	১২ মাস (৩৬.৩৬%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
01.	Preparation of tender documents &advertisement.	3.00	-	3.00	-
02.	Preparation Charge for RDPP	1.00	-	1.00	-
03.	Honorarium of TEC, PIC, Appointment Committee	2.50	-	2.50	-
04.	Fuel, Lubricant of Inspection Vehicle, Repair & Maintenance of vehicles	6.00	-	5.00	-
05.	Soil Test	15.00	-	15.00	-
06.	Travel	40.00	-	-	-
07.	Construction of 85 nos (revised 75 nos) BOP	4267.16	75	4267.16	75
08.	Furniture	170.00	85	169.99	85
09.	Inspection Vehicles (1xjeep)	50.00	-	50.00	-

10.	Computer Set (1x Computer, 1xcomputer, 1xUPS, 1xPrinter, 1xTable and 1x Chair)	1.00	-	1.00	-
11.	Price Contingency	50.00	-	-	-
12.	Physical Contingency	50.00	-	-	-
	Toatl	**4655.66**		**4514.15**	

৬.০ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭.০ **সাধারণ পযবেক্ষণ ঃ**

৭.১ <u>প্রকল্পের পটভূমি</u> ঃ

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এর বাইরে অবৈধ নারী ও শিশু পাচার এবং মাদক চোরাচালানের মত ভয়াবহ সমস্যা মোকাবেলা করছে। কিন্তু সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যগণকে অমানবিকভাবে জীবনযাপন করতে হয়। তাদের বসবাসের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তেমন কোন স্থাপনা নেই। বিদ্যমান অধিকাংশ বিজিবি বিওপি আধাপাকা স্থাপনা, যা অস্ত্র, গোলাবারদ ও সরঞ্জামাদির নিরাপত্তায় হুমকিস্বরূপ। বর্ণিত পেক্ষাপটে, সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিকদের স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বিগত ০১-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৪৫.১৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় কর্মরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন সুবিধা প্রদানই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা</u>** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ৮৫টি বিওপি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক ৪৫১৩.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৬৫৫.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত হয়।

৭.৪ **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ</u>**

ডিপিপি প্রস্তুতকরণ, টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী, ষ্টেশনারী ক্রয়, যানবাহনের ফুয়েল ও রক্ষণাবেক্ষণ, মাটি পরীক্ষা, ৮৫টি বিওপি নির্মাণ, বিওপির ফার্ণিচার ক্রয়, জীপ গাড়ী ক্রয়, কম্পিউটার ইত্যাদি।

৭.৪ <u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা</u> ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ রাইফেলস্ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	লেঃ কর্ণেল মোঃ সিরাজুল হক	১০-৭-২০১১	০২-০৬-২০১৩	খন্ডকালীন
০২	লেঃ কর্ণেল মোঃ ওবায়দুল হক	৩-৬-২০১৩	২২-২-২০১৪	খন্ডকালীন
০৩	কর্ণেল মোঃ নজরল ইসলাম	২৩-২-২০১৪	৩০-৬-২০১৫	খন্ডকালীন

৮.০ **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

গত ২১-২৩/০১/২০১৬ ও ১৩-১৫/৪/২০১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ৮৫টি বিওপি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ যশোর, ঝিনাইদহ, নওগাঁ, লালমনিরহাট ও ঠাকুরগাঁও জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবি'র নির্মাণ শাখার অতিরিক্তি পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়ন কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন।

৮.১ **যশোর জেলা ঃ**

গত২৩/০১/২০১৬ তারিখে যশোর জেলার ধান্যখোলা বিওপির নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভবনটির নির্মাণ কাজের মান সার্বিকভাবে সন্তোষজনক। নতুন মাটি ভরাট করে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে ভবনটি সেটেল হওয়ায় দু'একটি জায়গায় হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বীম ও কলামের মান ভাল পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া ছাদের জল ছাদের (Lime Tracing) এর কাজের মানও ভাল পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮.২ বিওপি ভবন সংলগ্ন রান্না ঘরে রান্নার জন্য বন্ধু চুলা স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রান্নার সময় ধুয়া সহজে বাহিরে বের হয়ে যেতে পারবে। পাক ঘর কালিমুক্ত হবে। বাথরমের নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রতিটি বিওপিতে ২০জন বিজিবি সদস্য অবস্থান করছেন। অস্ত্রাগারের ভেন্টিলেশন এর সংস্থান রাখা হয়েছে এতে অস্ত্র ও গোলাবারদ ভাল অবস্থায় থাকবে বলে বিজিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

৮.৩ এছাড়া পরিদর্শনকালে বিওপি সদস্যগণ জানান যে ব্যারাক ভবনে ফ্যানের সংখ্যা আরও বাড়ানো হলে তারা গরমের সময় স্বস্থিতে ব্যারাকে অবস্থান করতে পারবেন। অর্পিত দায়িত্ব পালনে এবং টহল কার্যক্রমে আরও গতি বাড়বে। তারা জানান যে উক্ত এলাকায় ইয়াবা ট্যাবলেট কম পাচার হয় তবে ফেনসিডিল, চরস, হেরোইন ও গাজা ইত্যাদি চোরাচালান মাঝে মাঝে ধরা পরে।

৮.৪ হিজলী বিওবি ঃ পরিদর্শনকালে জানা যায় যে মাঝে মাঝে পাচার কালে উক্ত বিওপি এলাকায় নারী ও শিশু ধরা পরে। গরু চোরাচালান বর্তমানে বন্ধ রয়েছে বলে তারা জানান। তারা আরোও জানান যে, ভারতের সীমান্তের অভ্যন্তরে পাকা রাস্তা ও লাইট পোষ্ট স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ভারতের বিএসএফ-এর পক্ষে তাদের টহল কার্যক্রম জোড়দার করা সম্ব হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সীমান্তের একাটি বিওপির বিপরীতে ভারতের তিনটি বিওপি রয়েছে তাই তারা সহজেই চোরাচালান, মাদক, নারী শিশু পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে। মাদক পাচার রোধে সক্ষম হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশে আরও বিওপি এবং রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে। তাহলে ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের সীমান্তেও টহল কার্যক্রম বর্তমানের তুলনায় কার্যকর ও জোড়দার হবে। মাদক, নারী ও শিশু চোরাচালান ও পাচার রোধে পূর্বের তুলনায় বেশী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

৮.৫ **ঝিনাইদহ জেলা ঃ**

ঝিনাইদহ জেলার মহেষপুর নির্মিত সামন্তা বিওপির নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিওপির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে দুই এক জায়গায় হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। এই বিওপিটি সীমান্তের একদম কাছে অবস্থিত। এখানেও ভারতের অপর পাশে পাকা রাস্তা ও লাইট পোষ্ট রয়েছে। কয়েকটি গরু চোরাচালারনের চেষ্টা করা হলে তারা ৩টি গরু আটক করেছেন। তবে বর্তমানে ফেনসিডিল, হেরোইন, গাজা ইত্যাদির চোরাচালান কম হচ্ছে বলে বিওপি সদস্যগণ জানিয়েছেন। বিওপি সদস্যগণ বিওপির জমির পরিমাণ এক একরের পরিবর্তে দুই একর করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ অংশে লাইট পোষ্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তাদের পক্ষে নিরাপদে টহল প্রদান করে চোরাচালান রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে আরও সক্ষম হতে পারবে।

৮.৬ **ঠাকুরগাঁও জেলা ঃ**

গত ১৪/৪/২০১৬ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের প্রকল্পের আওতায় জাগদল মলানী বিওপি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবি হেডকোয়ার্টারের অতিরিক্ত পরিচালক সঙ্গে ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে এসকল বিওপির য়াতায়াতের রাস্তার আংশিক অংশ এখনও পাকা করা হয়নি। ফলে কাঁচা রাস্তায় মটর সাইকেলে চড়ে টহল দেওয়ায় দূর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।



ঠাকুরগাঁও সীমান্ত বিওপি ভবন

৮.৭ মন্ডুমালার বিওপিতে এখনও ইলেকট্রিক সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এখানেও অপর প্রান্তে ভারতে পাকা রাস্তা ও লাইট পোষ্ট রয়েছে। এ বিওপিগুলিতে যাতে বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করা যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন রয়েছে। এলাকার জনসাধারণ এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বলে জানান। বিজিবি'র অতিরিক্ত পরিচালক জানান যে, বিদ্যুৎ লাইন এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই সেটি স্থাপিত হবে।



ঠাকুরগাঁও সীমান্ত বিওপি ভবন

৮.৮ **<u>শিমুলতলী বিওপি, পত্নীতলা</u>** ঃ

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার শিমুলতলী বিওপি নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবি হেড কোয়ার্টারের অতিরিক্ত পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। ভবনটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে দু'একজায়গায় কিছু হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবনটি রাস্তা থেকে অনেক নীচুতে অবস্থিত হওয়ায় উপরে ও নীচে নামতে ও উঠতে সমস্যা হয় বলে বিওপি সদস্যগণ জানিয়েছেন। এছাড়া এখানে যে নদীটি ভারতে থেকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে সে নদী রাস্তা থেকে অনেক নীচুতে অবস্থিত। ফলে টহল প্রদানের জন্য নদীতে রক্ষিত স্পীড বোটে উঠতে অনেক ঝুঁকি নিয়ে উঠতে হয় বলে বিওপি সদস্যগণ জানান। তবে পাশে অপর একটি প্রকল্পের আওতায় ঘাট নির্মাণাধীন আছে যা পরে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।



নওগার পতাতলার শিমলতলা বিওপি ভবন



শিমুলতলী বিওপি'র ছাদের একাংশ

৮.৯ **আইএমইডির পর্যবেক্ষণ** ঃ বর্তমানে টেকনাফ অঞ্চলে সীমান্তের অপরদিক প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেটের চোরাচালান ধরা পরছে। মায়ানমার থেকে সরাসরি নৌকা যোগে, কিছু কিছু ইয়াবা সড়ক পথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অভিনব

কায়দার পাচার করা হচ্ছে। এছাড়া সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে ইয়াবার চালান খালাস করা হচ্ছে বলে ৪২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কমান্ডার অবহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন যে বর্তমানে ইয়াবা চোরাচালান বৃদ্ধি পেয়েছে। সাগর পথে যে চালান খালাস হয় তা বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরার দিকে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় টেকনাফ অঞ্চলে বিওপি সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করা দরকার তেমনি সাগরে বিজিবি, র‍্যাব ও কোষ্ট গার্ডের টহল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে মাদক চোরাচালান যে পর্যায়ে রয়েছে প্রায় এক দশক আগে মেক্সিকোতে এরকম অবস্থায় ছিল। তারা সময় মত অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এখন সেখানে ভয়াবহ রূপ ধারন করছে। তাই কিশোর-কিশোরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী তথা পুরো যুব সমাজের মধ্যে যেভাবে মাদকের বিস্তার ছড়িয়ে পড়ছে তা বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ এখনই গ্রহণ করা না হলে এর ভয়াবহতা ও বিস্তার রোধ করা ভবিষ্যতে কঠিন হয়ে দাড়াবে যা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যেতে পারে।

৮.১০ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আরও জানান যে, দেশের বিভিন্ন জেলায়/ উপজেলায় এ সকল ইয়াবা ব্যবসার শক্তিশালী সিন্ডিকেটে তৈরি হয়েছে। এ ব্যবসায় জড়িতরা রাজনৈতির সাথে জড়িত না থাকলেও তারা বিভিন্ন সময় রাজনীতিক পরিচয় ব্যবহার করছে। সম্প্রতি এধরনের চোরাচালানীদের র‍্যাব ও ডিবি আটক করলেও তারা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিয়ে তদবির করান অথবা কারাগারে স্থানান্তর করা হলেও আইনের ফাক গলিয়ে বেরিয়ে আসে এবং পুনরায় একই ব্যবসা শুর করে। তাই আইনী কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ আশা করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৯.০ **অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ** পিসিআর এর পত্র পৃষ্ঠা-৭ এ অনুচ্ছেদ এফ-এ মনিটরিং এন্ড অডিটিং-এ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়নি। প্রকল্পের অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকলে তা নিষ্পত্তিপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করা প্রয়োজন।

১০. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য ঃ** যে সকল টেন্ডারের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে দেখা গেছে মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দুটি জাতীয় পত্রিকার প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র মুল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটিতে নিজ সংস্থা বহির্ভূত দু'জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের তুলনামূলক বিবরণীতে দরপত্র কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষর ও সিল পাওয়া গেছে।

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় কর্মরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন সুবিধা প্রদানই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় কর্মরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন সুবিধা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১২.০ উদ্দেশ্য পরোপরি অজিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ পযোজ্য নয়।

১৩.০ সমস্যা ঃ

১৩.১ **কতিপয় বিওপির ওয়ালে ক্রাক পরিলক্ষিত হওয়া ঃ** পরিদর্শনকালে কতিপয় বিওপি'র ওয়ালে ক্রাক দেখা গেছে এবং সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে তার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা গেছে। ভবনের মাটি সেটেল হওয়ার কারনে এরূপ হয়েছে বলে জানা যায়। এসকল হেয়ার ক্রাক/ফাটল প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা হলে ভবিষ্যতে দূর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকতে পারে।

১৩.২ **বাংলাদেশ সীমান্তে পাকা রাস্তা ও লাইট পোষ্ট না থাকা ঃ** ভারতে বর্ডার এলাকায় পাকা রাস্তা ও লাইট পোষ্ট থাকলেও বাংলাদেশ অংশে সব জায়গায় এখনও তা স্থাপিত হয়নি। তাই চোরাচালান প্রতিরোধ এবং টহল কার্যক্রমে

বাংলাদেশের বিজিবি ভারতের তুলনায় পিছিয়ে আছে। এছাড়া, লাইট পোষ্ট ও পাকা রাস্তা না থাকায় নারী, শিশু ও মাদক পাচার রোধে টহল যথাযথভাবে জোড়দার ও কার্যকর করা দুস্কর হয়ে পড়ে।

১৩.৩ **কতিপয় বিওপির এপ্রোচ রোড এখনও পাকা না হওয়া ঃ** বিওপি'র এপ্রোচ রোড পাকা না হওয়ার ফলে বিওপি থেকে টহল প্রদান এবং বিওপিতে যাতায়াতের সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকে।

১৩.৪ **বর্ডার আউট পোষ্টের (বিওপি) সংখ্যা অপ্রতুল হওয়া ঃ** বাংলাদেশ সীমান্তে বিওপির সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম মর্মে বিওপির কমান্ডার জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় সীমান্তে যে এলাকায় ৩টি আউট পোষ্ট রয়েছে সেখানে বাংলাদেশ অংশে একটি বিওপি রয়েছে।

১৩.৫ **রিমোট এলাকায় বিওপিতে তুলনামূলকভাবে কম পরিমান ভূমি বরাদ্দ করা ঃ** প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিওপিতে মাত্র এক একর ভূমি বরাদ্দ করা হয়। ফলে বিওপি নির্মাণের পর উক্ত স্থানে গাছ-পালা, স্বল্প পরিসরে তরকারী ও শাক-সবজির চাষ করা যায় না, সম্পূর্ণরূপে দূরবর্তী বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোন কারনে বাহিরে যাতায়াত সম্ভব না হলে দৈনন্দিন খাবার দাবারে অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

১৩.৬ **প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য দেয়া হয়নি।** এ বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং অডিট হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট সংগ্রহপূর্বক তা আইএমইডিকে অবহিত করবে এবং অডিট না হয়ে থাকলে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে দ্রত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিবে এবং তা আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৪.০ <u>সপারিশ/মতামত</u> ঃ

১৪.১ সম্প্রতিক ভূমিকম্পে যে সকল বিওপি'র হেয়ার ক্রাকের স্থলে ছোট ফাটল সৃষ্টি হয়েছে বা হেয়ার ক্রাকের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে তা পরবর্তী মেইনটেন্সের সময় ঠিক করতে হবে এবং যে সকল ক্ষেত্রে ক্রাকসমূহ উদ্বেগজনক মনে হবে সে সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৪.২ দেশের সীমান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং যে সকল স্থানে জনবসতি অত্যন্ত কম সেখানে বিওপি'র জন্য বৃক্ষ রোপনসহ নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি ও স্বল্প পরিসরে শাক-সবজি চাষের লক্ষ্যে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পাওে;

১৪.৩ কক্সবাজার টেকনাফ এলাকায় বিওপির সংখ্যা বৃদ্ধি কওে মাদক চোরাচালন বন্ধের উদ্যোগ গহণ করতে হবে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে বিজিবি কোষ্ট গার্ড ও র‍্যাবের সমন্বয়ে একটি যৌথ টিম গঠন করে মাদক দ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৪ সকল বিওপির জন্য এপ্রোচ রোড নির্মাণ এবং পর্যায়ক্রমে সীমান্ত সংলগ্ন রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, নিরাপত্তা ও দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে। বাংলাদেশ সীমান্তে পর্যায়ক্রমে লাইট পোষ্ট স্থাপন/বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হবে;

"মডার্নাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদাহ্ (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মল্যায়ন পতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জন, ২০১৫)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ মডার্নাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদাহ্ (সংশোধিত)।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদাহ্ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর রাজশাহী।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২০০০.০০ ২০০০.০০ -	২৩৭৭.৬০ ২৩৭৭.৬০ -	২১২৩.৬২ ২১২৩.৬২ -	ফেব্রুন্নয়ারি, ২০০১ হতে জুন, ২০১৩	ফেব্রুয়ারি, ২০০১ হতে জুন, ২০১৫	ফেব্রুয়ারি, ২০০১ হতে জুন, ২০১৫	৩৭৭.৬০	২ বছর

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	Pay & allowance	48.00	3 person	49.61	3 person
2.	Fuel & Lubricants	40.00	L.S	40.72	L.S
3.	Preparation Printing and binding of DPP printing of structural desing and drawing	8.00	L.S	6.37	L.S
4.	Prrchase of Stationeries	7.00	L.S	7.00	L.S
5.	Advertisement	5.00	L.S	4.99	L.S
6.	Consultant	3.80	1 person	3.80	1 person
7.	Honorarium	5.10	L.S	2.71	L.S
8.	Soil investigation	28.94	L.S	8.12	L.S
9.	Miscellaneous	30.00	L.S	29.61	L.S
10.	Repair & Maintence of vehicles	25.00	L.S	25.00	L.S
11.	Foundation stone laying & opening ceremony	20.00	L.S	7.29	L.S
12.	Land cost	144.44	0.85 Acre	0	Acre
13.	Site Development	208.15	127621Cum	0	127621 Cum
14.	Construction of Thana Cum Barrack building	9577.89	44820.51 sqm	0	44820.51 sqm
15.	External Water supply	387.40	50 jobs	0	50jobs
16.	Gas Connection	8.51	5 jobs	0	5 jobs
17.	Internal Road	439.38	24221.87 sqm	12030.650	24221.87 sqm
18.	Surface drain	84.83	5026.40rm	0	5026.40 rm
19.	Boundary wall	1037.77	19520.40rm	0	19520.42rm
20.	Electrical equipments	348.17	50 jobs	0	50 jobs
21.	Arboriculture	7.26	50 jobs	0	50 jobs
22.	Computer & other Accessories	4.70	4 nos	3.96	3 nos
23	Office Equipments	3.50	4 nos	1.64	4 nos
24.	Furniture	1.00	L.S	1.00	L.S
25.	Transport & Vehicles-rent	57.30	2 nos	57.30	2 nos

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
26.	Physical Contingency 2%	5.00	-	-	-
27.	Price Contingency 3%	26.18	-	-	-
	Total=	12562.33		12279.77	

৬.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৬.১ **পটভূমি ঃ**

দেশে বিদ্যমান থানা ভবনসমূহ অধিকাংশই বৃটিশ আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল। শত বর্ষের পুরাতন এসব থানা ভবন সেমি-পারমানেন্ট স্ট্রাকচার ও টিন দ্বারা নির্মিত হওয়ায় অনেক আগেই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে এ সকল থানায় টিনের চাল এবং ভবনের ছাদ ফুটো হয়ে বৃষ্টির পানিতে মূল্যবান নথিপত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এছাড়া ঘুর্ণিঝড়/কালবৈশাখী ঝড়ের সময় এসব থানায় পুলিশের জান-মাল নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমে পুলিশ অধিদপ্তরের ৯৫টি থানার জরাজীর্ণ ভবনসমূহ পুনঃ নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ১৯/৫/১৯৯৯ তারিখে অনুমোদনের পর বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৮টি থানার কাজ সম্পাদনের জন্য গত ১৯/৭/২০০৬ তারিখে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়িত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিবেচ্য প্রকল্পটি অর্থাৎ ৩য় প্রকল্পটি "পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্যাটার্নে নির্মাণ" শিরোনামে গত ২৬/৫/২০০৮ তারিখে ৮৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং সিডিউল রেট বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ০৪/১০/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে মোট ১২৫৬২.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অতপরঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্য ঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলিশ বিভাগের থানা ভবনসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাতে সারা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৬.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ১২৫৬২.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪-১০-২০১০ তারিখে একনেক বৈঠকে এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৬.৪ **প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম** ঃ

"পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা, ড্রেন, বাউন্ডারী ওয়াল, আরবরিকালচার, মেরামত ও সংরক্ষণ, কম্পিউটার ক্রয়, অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ভাড়া, ভূমি ক্রয়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মাটি পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব গাজী মোঃ মোজাম্মেল হক	০১/৭/২০০৮	২২/১১/২০০৮	খন্ডকালীন

০২	জনাব দেবাশীস চন্দ্র সাহা	২২/১১/২০০৯	১২/২/২০১২	ফুল টাইম
০৩	জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম	১২/২/২০১২	৩০/৬/২০১৫	ফুল টাইম

৮.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শন</u> ঃ

৮.১ গত ১৮-১২-২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী থানায় পুলিশ বিভাগের "৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের এয়ারকন্ডিশনার নষ্ট, বাথরুমের দরজা ঠিকমত না আটকানো লাইন ও ফ্যানে দু'একটিতে সমস্যা, ২টি এয়ারকন্ডিশনার পুরোপুরি কাজ করেনা। বাথরুমের পুরো অংশেই টাঈলস দরকার ছিল বলে পুলিশ কনষ্টেবল সদস্যরা জানান। থানার নির্মাণ করা বড় সম্মেলন কক্ষটি যথাযথভাবে ব্যবহার না হওয়া। ছাদের একজায়গায় ঢাল ঠিক নেই, থানা ভবন পরিস্কার রাখার জন্য দুইজন ক্লিনার দরকার বলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতামত জানান।

৮.২ গত ১১/০১/২০১৬ তারিখে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানায় পুলিশ বিভাগের "৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, থানা ভবনের ছাদ থেকে ফোর্স ব্যারাকে চুঁইয়ে পানি পরে এসে তা নীচের ফ্লোরে জমা হয়। বাথরুমের টয়লেটের মধ্যের দেয়ালে কোন ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা নেই। ফলে সব সময় তা অন্ধকার/দূর্গন্ধযুক্ত থাকে। গ্লাস সেলফ এর গ্লাস নেই শুধুমাত্র ষ্টান্ড বা লোহার রড আছে। খালি অবস্থায় থাকা দোতলার ছাদটি নির্মাণ করে দিলে নির্বাচন/ভোট, বিভিন্ন স্কুল কলেজের পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হত। পুলিশ সদস্যদের ব্যারাকে জিআই তার না থাকায় মশারী খাটানো, জামাকাপড় রাখায় অসুবিধা হয়। পস্নাষ্টারের বিভিন্ন স্থানে খসে যাওয়া, নিম্নমানের প্লাষ্টার করা, সিমেন্ট বালুর অনুপাত কম হওয়া ও কিউরিং এ অবহেলা করা। যার ফলে ভবনের টেকসই নির্মাণ কাজ ব্যহত হয়েছে। বর্তমানে পিডব্লিউডি'র থানা পর্যায়ে কোন অফিস না থাকায় জেলা সদর থেকে সুপারভিশন করা হয়। ফলে নির্বাহী প্রকৌশলীকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উপ-সহকারী প্রকৌশলীর উপর নির্ভর করতে হয়।

৮.৩ গত ২২/০১/২০১৬ তারিখে খুলনায় প্রকল্পের আওতায় কেএমপি এলাকায় নির্মিত থানা ভবনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। নির্মাণ কালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের বীম, কলাম টাইলস ফিটিং ইত্যাদি কাজের মান সন্তোষজনক। সম্প্রতি হস্তান্তরিত হওয়ায় ভবনের ব্যবহার পুরোপুরি শুরু হয়নি। পরিদর্শন কালে ডিউটি অফিসারসহ ৪-৫ জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ভবনের বাথরুমের দুটি টয়লেটের ভিতরে কোন ভেন্টিলেশন নির্মাণ করা হয়নি। এ বিষয়ে উপস্থিত পিডবিউডি'র কর্মকর্তা জানান যে, স্থাপত্য অধিদপ্তরের নক্শা অনুযায়ী টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপের দিকে ঠাল যথাযথ ভাবে নির্মিত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়।

৯.০ **অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি** ঃ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত এক্সটান্যাল অডিটে বলা হয়েছে যে, ২০১০-১১ সালে ১টি অবজেকশন ছিল এবং ২০১৩ থেকে ২০১৪ সালে পিডব্লিউডি Related অডিট আপত্তি ছিল। ২০১১ সালের অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ২০১৩-১৪ পর্যন্ত পিডবিউডি Related অডিট আপত্তি নিস্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০. **<u>প্রক্রিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য</u> ঃ** ২টি পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। নিজস্ব সংস্থা বহিভূত দু'জন সদ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীতে সকল সদস্যের স্বাক্ষর ও সিল পরিলক্ষিত হয়েছে।

১১. **<u>সমস্যা</u> ঃ**

<u>চট্টগ্রাম পাহাড়তলী</u>

১১.১ **বাথরুমের দরজা ঠিকমত আটকাতে না পারা ঃ** পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে থানা ভবনের দোতলাসহ বিভিন্ন তলার কমন বাথরুমের দরজাসমূহ সঠিকভাবে আটকানো যায় না এবং কোন কোন বাথরুমের দরজা ভেঙ্গে পরে গিয়েছে। ফলে বাথরুম ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

১১.২ **ফোর্স ব্যারাকসহ কতিপয় কক্ষে লাইট ও ফ্যানের সুইচ-এ সমস্যা ঃ** থানা ভবনের কয়েকটি ফ্যান ও লাইটের সুইচ নষ্ট থাকায় তা জ্বলেনা এবং ফ্যান ঘোরেনা বলে উপস্থিত কনস্টেবলগণ জানিয়েছেন।

১১.৩ **শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র নষ্ট থাকা ঃ** থানা ভবনে একটি বড় আকারের কনফারেন্স কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে তার দু'টি অকেজো হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১১.৪ **বাথরুমে টাইলস না থাকা ঃ** থানা ভবনের বাথরুমে আংশিক টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। পুরো বাথরুমটি টাইলসটি ফিটিং করা শ্রেয় হবে।

১১.৫ **বড় কনফারেন্স হলটি পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়া ঃ** থানা ভবনের মধ্যে যে কনফারেন্স কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে তা অব্যবহৃত অবস্থায় আছে বলে প্রতীয়মান হয়। ভবনের কক্ষসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়ার কোন উদ্যোগ নেই।

১১.৬ **ছাদের একটি স্থান ঢাল ঠিক না থাকা ঃ** থানা ভবনের ছাদের ঢাল একটি স্থানে ঠিকমত হয়নি। ফলে ঐ স্থানে পানি জমার আশংকা রয়েছে।

১১.৭ **থানা ভবন পরিস্কারের জন্য পরিচ্ছন্নতা কর্মী না থাকার কারনে পরিবেশ পরিস্কার না থাকা ঃ** থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিল্ডিং এর নোংরা পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, কোন পরিচ্ছন্নতা কর্মী না থাকায় ভবনের বিভিন্ন স্থানে ময়লা জমে রয়েছে। তিন বলেন যে দুইজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেয়া হলে থানার পরিবেশ ভাল থাকবে।

বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জ

১১.৮ থানা ভবনের ছাদের নির্মাণকাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়া।

১১.৯ থানা ভবনের ছাদ দিয়ে পানি চুঁইয়ে পরে পুলিশের আবাসিক ব্যারাকে পানি পরা।

১১.১০ ভবনের প্লাষ্টার খসে পড়া।

১১.১১ টয়লেটে কোন ভেন্টিলেশন না থাকা। টয়লেট অন্ধকার ও দূর্গন্ধযুক্ত থাকা।

১১.১২ ফিনিশিং কাজ ঠিকভাবে না করা।

১১.১৩ পিডব্লিউডি'র উপজেলা অফিস না থাকায় জেলা পর্যায়ে থেকে সুপারভিশন কাজে সমস্যা।

খুলনা

১১.১৪ বাথরুমের টয়লেটে ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা না রাখা তা বিদ্যুৎ গেলে পুরোপুরি অন্ধকার থাকে, দূর্গন্ধ যুক্ত থাকা।

১২.০ **সুপারিশ/মতামত ঃ**

চট্টগ্রাম পাহাড়তলী

১২.১ থানা ভবনের যে সকল কক্ষের ফ্যান ও লাইটের সুইচ বা ফ্যান নষ্ট তা জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ বা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.২ থানা ভবনের যে সকল কক্ষের ফ্যান ও লাইটের সুইচ বা ফ্যান নষ্ট তা জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ বা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২.৩ শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের যে দু'টি এয়ারকন্ডিশনার নষ্ট রয়েছে তা সম্ভব হলে মেরামত করতে হবে অন্যথায় নতুন এয়ারকন্ডিশনার সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে পত্র মারফত যোগাযোগ করতে হবে এবং ফলাফল আইএমইডিকে জানাতে হবে।

১০.১৪ যে সকল বাথরুমের আংশিক অংশ টাইল ফিটিংস করা হয়েছে তা ভবিষ্যতে পুরোপুরি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০.১৫ থানা ভবনের বড় কনফারেন্স কক্ষটি যাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.১৬ ছাদের যে স্থানে ঢাল ঠিকমত হয়নি তা ঠিক করে দিতে হবে।

১০.১৭ থানা ভবনের বিভিন্ন স্থানে যেমন- ছাদ, সিড়ি, বারান্দা, বাথরুম যথাযথভাবে পরিস্কার রাখার জন্য বসবাসকারীদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ২ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জ

১০.১৮ ভবনের ছাদের নিম্নমানের লাইন ট্রেসিং এর কাজ অপসারণ করে পুনঃ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

১০.১৯ ছাদ থেকে যে স্থান দিয়ে পানি ফোর্স ব্যারাকে আসে তা অনতিবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা।

১০.২০ ভবনের খসে পড়া প্লাষ্টার অপসারণ করে নতুন করে যথাযথমান বজায় রেখে পুনঃ প্লাষ্টার করা।

১০.২১ টয়লেটে প্রয়োজনে দ্রত ভেন্টিলেশন নির্মাণ করা।

১০.২২ ফিনিশিং কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা।

খুলনা

১০.২৩ থানা ভবনের বাথরুমের টয়লেটের ভেল্টিলেশন নির্মাণ করতে হবে । যাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকার না হয় এবং দূর্গন্ধযুক্ত না থাকে।

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী অব বাংলাদেশ।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২০৭১.০০ ২০০.০০ ১৮৭১.০০	২০৭১.০০ ২০০.০০ ১৮৭১.০০	২০৬৯.৪২ ২০০.০০ ১৮৬৯.৪২	জুলাই,১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই,১১ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই,১১ হতে জুন, ২০১৫	-	১৮ মাস (৭৪.৮৪%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	Pay & allowance for officers and staff	53.06	10 person	52.38	
2.	Registration & Insurance fee	3.50	4 Vehicles	2.95	-
3.	Fuel, Gus & Lubricant	9.67	-	9.67	-
4.	Compose, printing & binding of DPP etc.	4.00	L.S	4.00	-
5.	Stationary	11.02	L.S	11.01	-
6.	Books & Journals	1.00	-	1.00	-
7.	Advertise/Circular	20.00	10Pkge	19.99	-
8.	Traing	55.46	2015	55.45	-
9.	Chemical products	61.41	L.S	61.40	-
10.	Consumable & Personal Protection	8.93	L.S	8.92	-
11.	Consultancy	27.61	2	27.61	-
12.	Honorarium for different meeting	6.45	L.S	6.41	-
13.	Transport/sample collection van	152.79	4	152.78	-
14.	Machineries & Equipment	668.39	58	668.39	-
15.	Computer and other accessories	21.98	49	21.98	-
16.	Computer software	281.25	L.S	281.25	-
17.	Furniture	35.13	L.S	35.08	-
18.	Other equipment for DNA Lab	53.61	49	53.61	-
19.	Construction work (Civil, Electrics & road)	395.54	2044.63 Sqm	395.54	-
20.	CD VAT	200.00	-	200.00	-
21.	Physical Contingency	0.10	-	-	-
22.	Price Contingency	0.10	-	-	-
	Total=	2071		2069.42	

৬.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৬.১ **পটভূমি ঃ**

বাংলাদেশে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে "National Forensic DNA Profilling Laboratory" নামে একমাত্র ডিএনএ ল্যাবরেটরী রয়েছে। দেশে ডিএনএ পরীক্ষার চাহিদার তুলনায় এ ল্যাবরেটরীর সেবা অপ্রতুল। বিশেষতঃ ফৌজদারী মামলার তদন্তে ডিএনএ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইপ্সিত দ্রততার সাথে রিপোর্ট প্রাপ্তি, ডিএনএ পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের ১টি নিজস্ব ডিএনএ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। অকুস্থল হতে বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স সংগ্রহ করে অপরাধ উদ্‌ঘাটন, অপরাধী শনাক্তকরণ এবং ক্রিমিনাল ডিএনএ ডাটা বেইজ তৈরীর মাধ্যমে ইন্টারপোলের সাথে পারস্পরিক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মূল প্রকল্পটি ৭/৭/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। জুলাই, ২০১১ মাস হতেই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্পটিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অফিস ও আইটি ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রযাতি ক্রয়, কন্সালটেন্ট নিয়োগ, অস্থায়ী জনবল নিয়োগ, স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন ইত্যাদি অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্য ঃ** (১) বাংলাদেশ পুলিশের তদন্তের ক্ষেত্রে অকুস্থল, ভিকটিম বা সাসপেক্ট হতে প্রাপ্ত বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ উদ্‌ঘাটন এবং অপরাধী সনাক্তকরণ; (২) বাংলাদেশ পুলিশের ১টি নিজস্ব ক্রিমিনাল ডিএনএ ডাটা বেইজ তৈরী করা; (৩) কোল্ড কেইস সমূহ সরাহা করা; (৪) নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে মামলার জটিলতা থেকে রেহাই দেয়া; (৫) সাজাউত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা; (৬) ব্যাপক গণ বিপর্যয়ে মৃত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা; (৭) নিখোঁজ ব্যক্তি শনাক্তকরণ; (৮) সম্পত্তিজনিত অপরাধ তদন্ত করা; (৯) একটি শবাগার নির্মাণ করা।

৬.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ২০৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ৭-৭-২০১১ তারিখে একনেক বৈঠকে এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় পরবর্তীতে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত হয়।

৬.৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ সরোয়ার	১৫/৯/২০১১	৩১/৫/২০১২	খন্ডকালীন
০২	জনাব শেখ মোঃ রেজাউল হায়াদার	৩১/৭/২০১২	৩০/৬/২০১৫	খন্ডকালীন

৭.০ **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

৭.১ গত ৪-০৩-২০১৬ তারিখে "ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী অব বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ডিএনএ ল্যাব নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ও রাস্তা নির্মাণ) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল ল্যাবরেটরী ভবনটি মালিবাগে নির্মাণাধীন বহুতল বিশিষ্ট (১৪ তলা) এসবি/সিআইডি টাওয়ার এর সিআইডি অংশের (০১টি পুরো ফ্লোর) ৩য় তলায় অবস্থিত। ফ্লোরটির আয়তন ১৪৪৪.৬৩ বর্গমিটার। ফ্লোরটিকে ল্যাবরেটরী ব্লক ও প্রশাসনিক ব্লক হিসেবে ০২টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। এ ০২টি ব্লক ছাড়াও ফ্লোরটিতে আর্কাইভ, কনফারেন্স রুম এবং লাইব্রেরী রুম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।



ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবের যন্ত্রপাতি



ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবের যন্ত্রপাতি

৭.২ ল্যাবটেরী ব্লকে ৪টি ল্যাব যথাঃ Extraction Lab, Screening Lab, Bone Screening Lab, DNA Sequencing Lab এবং ০১টি ষ্টোর রুম ও ০১টি রিসিপশন ও ০১টি Sample Collection Room রয়েছে। প্রতিটি ল্যাবে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সুবিধা যথাঃ দুষণমুক্ত, আর্দ্রতা প্রতিরোধক, এয়ারটাইট ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে। ল্যাবরেটরীগুলির অভ্যন্তরে কাজের সুবিধার জন্য কংক্রিটের স্লাব (ওয়ার্কিং বেঞ্চ) স্থাপন করে উপরিভাগে মার্বেল স্থাপন করা হয়েছে।



ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবের যন্ত্রপাতি

৭.৩ ল্যাবরেটরির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সিসিটিভি, Biometric Access Control, Archway gate স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ফ্লোররটিতে Auto Fire Fighting & Auto fire Alam System স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৪ প্রশাসনিক ব্লকে চীফ ডিএনএ এনালিস্ট ও ডেপুটি চীপ ডিএনএ এনালিষ্ট এর আলাদা আলাদা অফিস কক্ষের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অন্যান্য জনবলের অফিস স্পেস হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে ০৩টি কক্ষে কিউবিকল/ওয়ার্ক ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৫ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত One Stop cricis centre (OCC) ও বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেলে স্থাপিত ডিএনএ ল্যাবের কার্যক্রমের সাথে সিআইডি এর স্থাপিত ল্যাবের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

৭. **ক্রয় সংক্রান্ত মতামত** ঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তা যথাযথ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক করা হয়েছে। যথাযথভাবে দরপত্র মুল্যায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। দরপত্রের তুলনামুলক বিবরণীতে সকল সদস্যের স্বাক্ষর ও সীল রয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য সংস্থা হতে ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুয়ায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭.৬ অডিট নিস্পত্তি সংক্রা?তথ্যাদি ঃ

পাপ্ত পিসিআরের এফ. অডিটিং-এর অনচ্ছেদ ২.১ এ Internal Audit সম্পকে কোন অভিযোগের তথ্যাদির উ?খ্ব নেই। তবে ২.২ এ (পষ্ঠা-১৪) External Audit এর Major Finding/objection-এ পিডি?উডি'র অংশে ২টি অডিট আপত্তির উ?খ্ব রয়েছে এবং পিডি?উডি কতক উক্ত আপত্তির বিপরাতে জবাব পদান করা হয়েছে মমে উ?খ্ব আছে।

৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(১) বাংলাদেশ পুলিশের তদন্তের ক্ষেত্রে অকুস্থল, ভিকটিম বা সাসপেক্ট হতে প্রাপ্ত বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ উদ্‌ঘাটন এবং অপরাধী সনাক্তকরণ; (২) বাংলাদেশ পুলিশের ১টি নিজস্ব ক্রিমিনাল ডিএনএ ডাটা বেইজ তৈরী করা; (৩) কোল্ড কেইস সমূহ সরাহা করা; (৪) নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে মামলার জটিলতা থেকে রেহাই দেয়া; (৫) সাজাউত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা; (৬) ব্যাপক গণ বিপর্যয়ে মৃত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা; (৭) নিখোঁজ ব্যক্তি শনাক্তকরণ; (৮) সম্পত্তিজনিত অপরাধ তদন্ত করা; (৯) একটি শবাগার নির্মাণ করা।	(১) বাংলাদেশ পুলিশের তদন্তের ক্ষেত্রে অকুস্থল, ভিকটিম বা সাসপেক্ট হতে প্রাপ্ত বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ উদ্‌ঘাটন এবং অপরাধী সনাক্তকরণের ব্যবস্থা ত্বরানিত হয়েছে; (২) বাংলাদেশ পুলিশের ১টি নিজস্ব ক্রিমিনাল ডিএনএ ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে; (৩) কোল্ড কেইস সমূহ সুরাহা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; (৪) নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে মামলার জটিলতা থেকে রেহাই দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; (৫) সাজা উত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যবস্া গ্রহণ করা হয়েছে; (৬) ব্যাপক গণ বিপর্যয়ে মৃত ব্যক্তিদের শনাক্ত প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে; (৭) নিখোঁজ ব্যক্তি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে (৮) সম্পত্তিজনিত অপরাধ তদন্ত করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে; (৯) একটি শবাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

৯.০ উদ্দেশ্য পরোপরি অজিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ ???????? ???

১০. **সমস্যা ঃ**

১০.১ ডিএনএ ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত ল্যাব এর কার্যক্রম যেমন- যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকায় তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১০.২ ফৌজদারী অপরাধের বিচার কাজে ডিএনএ টেষ্ট সংক্রান্ত সাপোর্ট সিআইডি'র ল্যাব হতে দেয়া হয় যা ল্যাবে জনবল নিয়োগে বিলম্ব হলে বিচারিক কার্যক্রমে বিলম্ব হওয়ার আশংকা আছে।

১০.৩ বর্তমানে কর্মরত দক্ষ জনবলের বেতন ভাতা না পাওয়ায় তারা হতাশায় ভুগছেন।

১০.৪ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত One Stop cricis centre (OCC) এর কয়েকটি বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেলে স্থাপিত ডিএনএ ল্যাবের কার্যক্রমের সাথে সিআইডি এর স্থাপিত ল্যাবের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১১.০ **সুপারিশ/মতামত ঃ**

১১.১ ডিএনএ ল্যাব এর জনবল নিয়োগ/আত্মীকরণের বিষয়ে সিআইডি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আধা-সরকারি (ডিও) পত্র লেখা যেতে পারে।

১১.২ ফৌজদারী বিচার কাজে অপরাধী সনাক্ত করার জন্য আদালত কতৃক ডিএনএ টেস্টের রেজাল্ট দ্রত প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.৩ বর্তমানে কর্মরত দক্ষ জনবল যাতে অন্যত্র চলে না যায় সে জন্য তাদেরকে সাময়িক ভাতা/ইনসেনটিভ প্রদান করা যেতে পারে।

১১.৪ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত One Stop cricis centre (OCC) ও বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেলে স্থাপিত ডিএনএ ল্যবের কার্যক্রমের সাথে সিআইডি এর স্থাপিত ল্যাবের সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

"বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মল্যায়ন পতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জন, ২০১৫

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশ কোস্ট গাডকে শক্তিশালাকরণ (১ম সংশোধিত)।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ স্বরাষ্ট মন্ণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ কোস্ট গাড এবং গণপত অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্ত বায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৯৩৯৮.০০ ৯৩৯৮.০০ -	১০৩১৩.৭৭ ১০৩১৩.৭৭	৮০৪৯.১১ ৮০৪৯.১১	জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসে, ২০১৩	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	৯১৫.০০ (৮৪.৬৪)	১৮ মাস (৭৫%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	Admin Building	277.00	6655.71	277.00 (100%)	100%
2.	Sailors Barrack	398.67	75484.17	393.26 (98.64%)	100%
3.	Sub-Station Building	29.30	570.44	28.85 (98.46%)	100%
4.	Boundary	94.54	582.51	90.77 (96%)	100%
5.	RCC Road	66.29	2906.00	66.29 (100%)	100%
6.	External Water Supply	26.06	L.S	25.15 (96.50%)	100%
7.	External Electrification	104.71	L.S	99.51 (95%)	100%
8.	Surface Drain	6.37	L.S	5.98 (93.87%)	100%
9.	Soil investigation	9.00	L.S	9.00 (100%)	100%
10.	Advertisment	6.00	L.S	5.41 (90.16)	100%
11.	Arboriculture	2.20	L.S	2.20 (100%)	100%
12.	Fuel and Lubricants for Vehicles	5.00	L.S	3.00 (60%)	100%
13.	Stationary, Seal and Stamp	16.16	L.S	12.47 (77.16%)	100%
14.	Compose, Printing and binding of DPP	2.00	L.S	2.00 (100%)	100%
15.	Honorarium for the member of PIC, PSC, TEC and TOC	5.00	L.S	4.09 (81.80%)	100%
16.	Miscellancous	17.35	L.S	4.46 (25.70%)	100%
17.	Pontoon (Large)	800.00	04	780.42 (97.55%)	100%
18.	Office equipment	29.29	L.S	27.24 (93%)	100%
19.	Office furniture	53.85	L.S	43.13 (80.09%)	100%
20.	Two (HPB) Harbour Patrol Boat	3200.00	02	2991.07 (93.47%)	100%
21.	Ten (HSB) High Speed Boat	3100.00	10	3100.00 (100%)	100%
22.	CD VAT	1481.00	-	-	-
23.	Physical Contigency (0.77%)	74.85	-	-	-
24.	Price Contigency (4.36%)	425.67	-	-	-
	Total	**10313.77**		**8049.11**	

৬.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৬.১ **পটভূমি ঃ**

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কর্ম-পরিধি দেশের কোস্ট লাইন হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত (FEZ) বিস্তত। এছাড়াও কোস্ট লাইন সংলগ্ন দেশের ১৬টি উপকুলীয় অঞ্চল, সংশ্লিষ্ট সকল নদ নদীর মোহনা, সুন্দর বন অঞ্চল, পোর্ট ও আউটার এ্যাংকরেজ এলাকা পর্যন্ত বিস্তত। কোস্ট গার্ড ৩টি বেজ, ২৬টি স্টেশন ও ১০টি আউট পোস্ট হতে অপারেশন পরিচালনার জন্য হাই স্পীড বোট ও পল্টুন আবশ্যক, প্রয়োজনের তুলনায় যা অপ্রতুল। বর্ণিত ৩৬টি স্টেশন/আউট পোস্টের মধ্যে, শুধুমাত্র সিজি স্টেশন সাঙ্গু (আংশিক নির্মিত) ব্যতীত আর কোস্ট গার্ডের স্ট্যান্ডার্ড স্টেশন নেই। ভাড়া করা বাড়ী, রেস্ট হাউস, কোন সংস্থার পরিত্যক্ত বাড়ী ইত্যাদি হতে অপারেশন পরিচালনা করা হচ্ছে।

৬.২ **উদ্দেশ্য ঃ**

(১) সমুদ্র উপকূল ও নৌ জলসীমায় জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখা, (২) সমুদ্র জলসীমায় অবৈধ মৎস্য আহরণ, চোরাচালান, অবৈধ যাতায়াত প্রতিরোধ, (৩) সমুদ্র জলসীমায় দূষণ প্রতিরোধ, (৪) জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমের দেশের সমুদ্র জলসীমায় কর্মরতদের নিরাপত্তা প্রদান, (৫) দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

৬.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ৯৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪-০২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠক কর্তৃক এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবতীতে ১০৩১৩.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি সংশোধিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৬.৪ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২টি হারবার পেট্রোল বোট, ১০টি হাই স্পীড বোট (বড়), ৪টি বড় পল্টুন সংগ্রহ। এছাড়া চাঁদপুরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অফিস, নাবিকদের জন্য ব্যারাক/শেল্টার ও সাব-সেক্টশন ভবন নির্মাণ করা। প্রকল্পের আওতায় কিছু অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করা।

৬.৫ <u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা</u> ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	কমান্ডার এম তওহিদুর ইসলাম	১১/৪/২০১১	১৬/৯/২০১২	খন্ড কালীন
০২	কমান্ডার এম শরিফুল ইসলাম	১৭/৯/২০১২	এপ্রিল ২০১৩	খন্ড কালীন
০৩	কমান্ডার এমএমকে তালুকদার	এপ্রিল ২০১৩	২৭/১১/২০১৩	খন্ড কালীন
০৪	লেঃ কমান্ডার সাইফুল আহমেদ	২৮/১১/২০১৩	২৮/৮/২০১৪	খন্ড কালীন
০৫	কমান্ডার এম শাহনেওয়াজ	২৯/৮/২০১৪	৪/৩/২০১৫	খন্ডকালীন
০৬	লেঃ কমান্ডার এমটিএইচ ভূঁইয়া	৫/৩/২০১৫	২৮/৬/২০১৫	খন্ডকালীন

৭.০ **<u>পকল্পের আওতায় গহিত কাযক্রম ও তার বা?বায়ন</u> ঃ** পকল্পের সকল কাজ বা?বায়িত হয়েছে।

পরিদর্শন বিবরণ ঃ

৭.১ গত ২৫-৩-২০১৬তারিখে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের চাঁদপুর জেলার বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে চাঁদপুর কোস্ট গার্ডের মূল প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালে এক ধরনের কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়।

বাথরুমের কমোডের দুএকটিতে ঠিকমত ফ্লাশ কাজ করেনা এবং দেয়ালের কতিপয় স্থানে হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া নাবিক নিবাসের হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়।

৭.২ ভবনের একটি জায়গায় আংশিক ছাদ স্থাপন না করে ফাঁকা রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নান্দনিক ডিজাইন করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত ফাঁকা স্থান দিয়ে বৃষ্টির পানি পরায় বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ভবনের ভিতরে (নাবিক নিবাস) এর দেয়ালের এক জায়গায় শেওলার মতো দাগ দেখা গেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান যে, উক্ত অঞ্চলের পানিতে প্রচুর আয়রন থাকায় কতিপয় দেয়ালে দাগের সৃষ্টি হয়েছে। কিউরিং দু'এক জায়গায় কম হওয়ায় কিছু হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি হয়েছে যা পরবর্তী মেরামতের সময় ঠিক করে দেয়া হবে বলে তারা জানান।



চাঁদপুর কোস্ট গার্ড কার্যালয়



চাঁদপুর কোস্ট গার্ডের নাবিক নিবাস ভবন

৭.৩ প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত সাব-স্টেশনের নির্মাণ কাজ সঠিকভাবে করা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। কোস্ট গার্ডের স্টেশন এর অভ্যন্তরে আরসিসি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। রাস্তায় ৬ ইঞ্চি থিকনেস (Thickness) দেয়া হয়েছে। রাস্তার দু'একটি জায়গা উঁচু-নীচু পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া চারিদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(১) সমুদ্র উপকূল ও নৌ জলসীমায় জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখা,	হারবার পেট্রোল বোট, হাই স্পীড বোট ক্রয়ের মাধ্যমে সমুদ্র উপকূল ও নৌ জলসীমায় জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখার সুযোগ হয়েছে।
(২) সমুদ্র জলসীমায় অবৈধ মৎস্য আহরণ, চোরাচালান, অবৈধ যাতায়াত প্রতিরোধ,	হারবার পেট্রোল বোট, হাই স্পীড বোট ক্রয়ের মাধ্যমে সমুদ্র জলসীমায় অবৈধ মৎস্য আহরণ, চোরাচালান, অবৈধ যাতায়াত প্রতিরোধে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।
(৩) সমুদ্র জলসীমায় দূষণ প্রতিরোধ,	পেট্রোল বোট ও হাই স্পীড বোট ক্রয়ের মাধ্যমে জলসীমায় নজরদারী বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। ফলে সমুদ্র জলসীমায় দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।
(৪) জলদুস্যদের প্রতিরোধের মাধ্যমের দেশের সমুদ্র জলসীমায় কর্মরতদের নিরাপত্তা প্রদান,	পেট্রোল বোট ও হাই স্পীড বোট ক্রয়ের মাধ্যমে জলসীমায় নজরদারী বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। ফলে জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমের দেশের সমুদ্র জলসীমায় কর্মরতদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।
(৫) দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।	সার্বিক সুবিধাবৃদ্ধির ফলে দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ভূমিকা পালন করবে।

৯.০ উদ্দেশ্য পরোপরি অজিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ ???????? ???

১০.০ সমস্যা ঃ

১০.১ মূল প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালে এক ধরনের কালো দাগ পরা ঃ কোস্ট গার্ডের মূল প্রশাসনিক ভবনে এক ধরনের কালো দাগ পরিলক্ষিত হওয়া। এ বিষয়ে প্রকৌশলীগণ জানান যে, ঐ অঞ্চলের পানিতে আয়রনের পরিমাণ বেশী থাকায় এ ধরনের দাগের সৃষ্টি হয়েছে।

১০.২ বাথরুমের দুএকটিতে ফ্লাশ ঠিকমত কাজ করেনা ঃ কোস্ট গার্ডের প্রশাসনিক ভবনের কয়েকটি বাথরুমে যে কমোড স্থাপন করা হয়েছে তার ফ্লাশ ঠিকমত স্থাপিত না হওয়ায় তা ব্যবহারে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে বলে ব্যবহারকারী কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।

১০.৩ দেয়ালের কতিপয় স্থানে হেয়ার ক্রাক থাকা ঃ প্রশাসনিক ও নাবিক নিবাস ভবনের কতিপয় স্থানে হেয়ার ক্রাক থাকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ জানান যে কিউরিং কাজে দক্ষ শ্রমিক না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্ক এর পর ঠিক হয়ে যাবে । নাবিক নিবাসের বেলায় একই মন্তব্য করা হয়।

১০.৪ নাবিক নিবাসের দেয়ালে শেওলার মত দাগ থাকা ঃ নাবিক নিবাসের দেয়ালের একটি অংশে শেওলার মত রং ধারন করেছে। এ বিষয়ে তারা তেমন কোন কারন উল্লেখ করতে পারেননি।

১০.৫ নাবিক নিবাসের একটি জায়গায় আংশিক ছাদ স্থাপন না করে ফাঁকা রাখা অর্থাৎ নান্দনিক ডিজাইন করা হয়। কিন্তু উক্ত ফাঁকা স্থান দিয়ে বৃষ্টির পানি পরায় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় বলে নাবিক নিবাসে বসবাসরত নাবিকগণ জানিয়েছেন।

১১.০ সপারিশ/মতামত ঃ

১১.১ প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালে একধরনের কালো দাগের সৃষ্টি হয়েছে তা পরবর্তা ওয়েদার কোট এর কাজের সময় ঠিক করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সেলাইন ওয়াটার ইফেক্ট থাকলে তা কিভাবে কমানো যায়-এ বিষয়টি বিচনায় রাখতে হবে।

১১.২ প্রশাসনিক ভবনের যে বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করেনা তা অবিলম্বে যথাযথভাবে ঠিক করে দিতে হবে।

১১.৩ প্রশাসনিক ভবন একং নাবিক নিবাস ভবনের দেয়ালের কতিপয় স্থানে যে হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি হয়েছে তা পস্নাষ্টার করে বন্ধ অথবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তার সমাধান করতে হবে।

১১.৪ নাবিক নিবাসের দেয়ালে নীচতলায় যে শেওলার মত সবুজ দাগের সৃষ্টি হয়েছে তার পস্নাষ্টার পরিবর্তন করে পুনরায় ওয়েদার কোট রং করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১.৫ নাবিক নিবাসের যে স্থানে ছাদ নির্মাণ না করে ফাঁকা রাখা হয়েছে এবং যেখান দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়ে ঐ সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর ও গণপূর্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

১১.৬ অনুচ্ছেদ ১১.১-১১.৫ এর আলোকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ ?????সমাপ্ত মল্যায়ন পতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম ঃ পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পুলিশ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৯৭৮৯.৪৭ ৯৭৪৯.৪৭ -	১০২০৩.৩৯ ১০২০৩.৩৯ -	৯৭৩৬.০৯ ৯৭৩৬.০৯ -	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫	(-) ৫৩.৩৮* (০.৫৪%)	২ বছর ৬ মাস (১৩০%)

*** প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয়ের অপেক্ষা ৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।**

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	Pay & allowance	12.88	-	9.64	-
2.	Preparation Printing and binding of DPP printing of structural desing and drawing	11.40	L.S	9.71	L.S
3.	Prrchase of Stationeries	7.00	L.S	7.00	L.S
4.	Advertisement	5.00	L.S	5.00	L.S
5.	Soil investigation	15.66	L.S	8.00	L.S
6.	Barrack building	8701.57	56393.07 Sqm	8837.98	56393.07 Sqm
7.	External Water supply	227.86	10jobs	224.80	10jobs
8.	External Electrifation	236.68	10jobs	216.21	10jobs
9.	Compound Drain, Internal Road	299.95	10jobs	269.00	10jobs
10.	Site Development	130.72	10jobs	120.25	10jobs
11.	Computer & other Accessories	2.00	-	2.00	-
12.	Office Equipments	3.00	-	3.00	-
13.	Vehicle rent fof PD	18.00	1Jobs	18.00	1Jobs
14.	Arboriculture	5.50	10 Jobs	5.50	10 Jobs
15.	Physical Contingency	5186.47	-	-	-
27.	Price Contingency	279.70	-	-	-
	Total=	10203.39		9736.09	

৬। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৬.১ **পটভূমি ঃ** বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। পুলিশের পক্ষে এ দায়িত্ব সুচারুপে পালন করার নিমিত্ত তাদের জন্য মানসম্মত আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু আবাসন সমস্যা পুলিশ বিভাগের বৃহত্তর জেলা বা বিভাগ পর্যায়েও পুলিশ বিভাগ তাদের ফোর্সদের জন্য এখনও পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। তারা ব্যারাকে তাদের সিট ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছেন। পুলিশে আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্য ঃ** পুলিশ সদস্যের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৬.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৯৭৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৫-১১-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১০২০৩.৩৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে সংশোধিত প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৬.৪ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ** ছয় তলা বিশিষ্ট ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম।

৬.৫ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ** জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, এআইজি (ইএন্ডডি-ডেভেলপমেন্ট) এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

৭। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

ঢাকা জেলা

৭.১ গত ২৩/২/২০১৬ তারিখে অলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবয়িত ঢাকা জেলার মিল ব্যারাক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ব্যারাকের সংশ্লিষ্ট এবং পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত ব্যারাকের ভিতরে কনস্টবলদের বাক্স, মালামাল, অস্ত্র রাখার জায়গা কম থাকায় তারা তা যথাযথভাবে রাখতে পারছেনা। তারা ব্যারাকে ডিজাইন এমনভাবে করার জন্য অনুরোধ জানান যাতে সকল মালামাল সঠিকভাবে রাখা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্পের পিডি জানান যে, নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশী কনষ্টবল থাকতে হয় বিধায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে ডিজাইন পরিবর্তন করা হবে অন্যথায় আরও প্রয়োজনীয় ব্যারাক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ব্যারাকের বাথরুমগুলিতে পরিদর্শনকালে দেখা যায় বাথরুমের গোসলের জন্য যে ঝরনা স্থাপিত হয়েছিল কোন কোন কক্ষে তা ভেঙ্গে গেছে। কনষ্টবলগণ জানান যে, এর ফলে তাদের গোসল করতে সমস্যা হচ্ছে। ঝরনাগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের দেয়া হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া ভবনে বসবাসরত কনষ্টবলদের ব্যবহৃত বাথরুমের স্থাপিত পানির ট্যাপ ও ফ্লাশ যথাযথমানের স্থাপিত হয়নি মর্মেও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে স্থাপিত গ্লাস সেলফগুলিও যথাযথ মানের পরিলক্ষিত হয়নি।

৭.২ ব্যারাকে ব্যবহৃত সিঁড়ি অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় দেখা গেছে এ সকল স্থানে সিগারেট, ম্যাচের খোসা পলিথিন ইত্যাদিতে ভরা রয়েছে যা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়না মর্মে মনে হয়েছে।



ঢাকা পুলিশ লাইনের ব্যারাক ভবন

নারায়ণগঞ্জ জেলা

৭.৩ গত ২৩/২/২০১৬ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলায় "পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্যারাক ভবনের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ব্যারাক এবং পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ভবনের বীম ও কলাম এর নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় নীচতলার ডাইনিং এ খাবারের পর হাতমুখ ধোয়ার জন্য যে বেসিন স্থাপন করা হয়েছে তা ফ্লোর হতে অনেক উচুতে স্থাপন করা হয়েছে এবং পানির ট্যাপও পরিমাপের তুলনায় উপরে স্থাপিত হওয়ায় পুলিশ সদস্যদের হাত মুখ ধোওয়ায় ব্যবহারে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া ভবনের উপর তলায় দেয়ালে এবং ছাদের নীচে প্লাষ্টারে হেয়ারক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। সিড়িগুলি নোংরা আবর্জনা ভরা। টয়লেটের পানির কল ও গ্লাস সেলফ যথাযথ মানের স্থাপিত হয়নি মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

বরিশাল জেলা

৭.৪ গত ০৩/৪/২০১৬ তারিখে বরিশাল জেলায় "পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্যারাক ভবনের বাস্তবায়ন কাজ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ব্যারাকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। নীচতলায় ডাইনিং কক্ষে যাওয়ার করিডোরে যে গ্রীলের প্রোটেকশন দেয়া হয়েছে তাতে প্রয়োজনীয় রং না করা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জং ধরেছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকাদারের নিয়োজিত লোকজন ও পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে গ্রীলটি পরিবর্তন করে দেয়া হবে। এছাড়া ভবনের প্লাষ্টারে কতিপয় স্থানে হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। বাথরুম ফিটিংস যথাযথ মানের স্থাপিত হয়নি। কিছু কিছু ইট নিম্নমানের ব্যবহৃত হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলা

৭.৫ গত ২৮/৪/২০১৬ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলায় "পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্যারাক ভবনের বাস্তবায়ন কাজ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ব্যারাকের সংশ্লিষ্ট এবং পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ব্যারাকে অবস্থিত কনস্টেবলরা জানান যে, দরজায় ব্যবহৃত কাঠ পুরোপুরি সীজনকৃত নয়, তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরজা ফাঁকা হয়েছে। এছাড়া ইলেকট্রিক সুইচের কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আছে বলে কনষ্টবলগণ জানান।



রাঙ্গামাটি পুলিশ লাইনের ব্যারাক ভবন

সিলেট জেলা

৭.৪ গত ২৭/৪/২০১৬ তারিখে সিলেট জেলায় ১০ ব্যারাক প্রকল্পের আওতায় ব্যারাক ভবন নির্মাণের কাজ পরিচালক (যুব) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পিডব্লিউডির নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ব্যারাকের দায়িত্বরত কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ব্যারাক ভবনের বীম কলাম এর নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক।

৭.৫ এছাড়া ব্যারাকের পিছনে অবস্থিত রান্না ঘরের একজায়গায় দেয়ালের পানি চুঁইয়ে ভিতরে আসে। ছাদে পানি জমে থাকার কারনে পানি পরে বলে জানিয়েছেন। রান্নাঘরের যে কাঠের দরজা লাগানো হয়েছে তা বাঁকা হয়ে যাওয়ায় দরজা ঠিকমত আটকানো যায়না। ফলে রান্না ঘরের দরজা আটকাতে না পারায় নিরাপত্তার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যারাকটি মেইন রোড হতে অনেক ভিতরে অবস্থিত। কিন্তু মেইন রোড হতে ব্যারাকে গমনের জন্য কোন পাকা এপ্রোচ রোড নেই। ফলে ব্যারাকে যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যারাকে প্রশাসনিক ভবন, অস্ত্রাগার, আবাসিক কোয়ার্টার, মসজিদ বিনোদন কক্ষসহ বিভিন্ন কক্ষ নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা জানিয়েছেন।

খুলনা জেলা

৭.৮ গত ২৩/৭/২০১৬ তারিখে খুলনা জেলায় পুলিশের নির্মিত ১০ ব্যারাক প্রকল্পের আওতায় ব্যারাক ভবন নির্মাণের কাজ পরিচালক (যুব) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পিডব্লিউডির উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে প্রতিটি তলার প্রায় সকল টয়লেটের পানির কল ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে, গ্লাস সেলফ ভেঙ্গে পরেছে। এছাড়া, দোতলার বাথরুম থেকে পানি চুঁইয়ে ব্যারাকের কক্ষে চলে আসছে, প্রতিটি বাথরুমের অভ্যন্তরের দেয়ালে দাগ পরেছে, পানির ঝরনা ভেঙ্গে পরা অথবা নষ্ট থাকায় পানি না পরা ইত্যাদি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন তলার জানালায় স্থাপিত গ্লাস অনেক স্থানেই ভাঙ্গা পাওয়া গেছে। প্রতিটি তলার সম্মুখভাগের নাচে ফাঁকা রেখে রেলিং টাইপের পাকা দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে, ফলে বৃষ্টির পানি বারান্দায় পরে ব্যারাকের ভিতরে চলে আসে। এ বিষয়ে প্রকৌশলীগণ জানান যে, ব্যারাকের দরজার নীচে ডোর সিল নির্মাণ না করায় ব্যারাকের মধ্যে বৃষ্টির পানি চলে আসছে। ভবনের ছাদের উপর প্রচুর পানি জমে রয়েছে। ছাদের উপরে যে সকল রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ রয়েছে তার মুখে যে লোহার নেট লাগানো হয়েছে তার উপর ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি নিয়মিত পরিস্কার না করায় এভাবে ছাদে পানি জমছে। নিয়মিত পরিস্কার করা না হলে ছাদ ড্যাম্প হয়ে ভবিষ্যতে তা দূর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কতিপয় কক্ষে ফ্যান ও লাইট নষ্ট দেখে গেছে। কিছু ক্ষেত্রে ফ্যান ও লাইটের সুইচের সাথে ইলেকট্রিক তারের সংযোগ ঠিকভাবে স্থাপিত হয়নি বলেও মনে হয়েছে।

৮। **অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি** ঃ প্রাপ্ত পিসিআর-এর অনুচ্ছেদ-এফ মনিটরিং এন্ড অডিটিং এর ২.১ নং অনুচ্ছেদের ইন্টারন্যাল অডিটে কোন তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া উপানুচ্ছেদ ২-২-এ এক্সটারন্যাল অডিটে লেখা হয়েছে 'Audit was Completed bat no report is received yet'. Audit Period -এ Fiscal Year উল্লেখ করা হলেও অন্যান্য কলামে কোন তথ্যাদির উল্লেখ নেই। প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পর তা যুগপৎভাবে আইএমইডি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

৯। প্রক্রিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য ঃ পরিদর্শিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ২টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে, নিজস্ব সংস্থা বহির্ভূত দু'জন সদস্য মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীতে সকল সদস্যের স্বাক্ষর ও সিল রয়েছে। বরিশাল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা হলে জানা যায় যে, বরিশালের ব্যারাক ভবন নির্মাণের জন্য ৪ বার টেন্ডার আহবান করতে হয় বিধায় এ ভবনের কাজ সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়েছে। ফলে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। চার বার টেন্ডার আহবানের কারণ কি তা জানতে চাইলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান যে, প্রথমবার DPP Amount এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা টেন্ডারে ধরা হয়েছিল। সে কারণে পুলিশ HQR এর অনুমোদন না পাওয়ায় টেন্ডার বাতিল করা হয়। এছাড়া দ্বিতীয়বার টেন্ডার করা হলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না পাওয়ায় পুনরায় তৃতীয়বার টেন্ডার আহবান করা হয়। তৃতীয় বার দরপত্র মূল্য ৬৬.০৫ লক্ষ টাকা বেশী হলে প্রকল্প সংশোধন সাপেক্ষে ৪র্থ বার টেন্ডার আহবান করে চূড়ান্তভাবে ঠিকাদার নিয়োগপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১০। **সমস্যা ঃ**

ঢাকা জেলা

১০.১ ব্যারাকের বাথরুম, সিঁড়িঘর, ছাদ এমনকি বসবাসকৃত কক্ষসমূহে অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বাথরুম ফিটিংসগুলি নিম্নমানের মনে হয়েছে এবং কিছু কিছু ঝরনা ভেঙ্গে নিচে পরে থাকতে দেখা গেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে বাথরুম ব্যবহারে অসুবিধা হচ্ছে।

১০.২ ব্যরাকের আয়তন অপর্যাপ্ত হওয়ায় কনস্টেবলদের ব্যবহার্য্য সামগ্রী যেমন: বাক্স, জামাকাপড়, জুতা, মালামাল ও অস্ত্রসস্ত্র রাখার সুব্যবস্থা নেই এবং বসবাসের পরিবেশ কাংখিত মাত্রার মনে হয়নি;

নারায়ণগঞ্জ জেলা

১০.৩ ডাইনিংয়ে স্থাপিত বেসিন/কল (ট্যাপ) পরিমাপের তুলনায় অনেক উঁচুতে হওয়ায় তা ব্যবহারে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

১০.৪ ভবনের স্থাপিত দু'দিকের সিঁড়িই অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিলক্ষিত হয়েছে।

বরিশাল জেলা

১০.৫ ব্যারাকের নীচতলায় ডাইনিং-এ যাওয়ার করিডোরে প্রোটেকশন গ্রীল নিম্নমানের রড দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে যা অল্প কিছু দিনেই জং ধরেছে। এছাড়া, টয়লেটে নিম্নমানের ফিটিং ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে দেখা গেছে।

রাঙ্গামাটি জেলা

১০.৬ ব্যারাকের দরজায় ব্যবহৃত কাঠ যথাযথভাবে সীজনকৃত না হওযায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দরজার দু'কাঠের জোড়ায় ও নীচের দিকে ফাঁকা হয়েছে।

সিলেট জেলা

১০.৭ রান্না ঘরের দেয়াল দিয়ে পানি চুঁইয়ে ভিতরে আসে, দরজা বাঁকা হয়ে যাওয়ায় তা আটকানো যায় না এবং ভবনের দেয়ালে কিছু স্থানে হেওয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে।

১০.৮ মেইন রোড হতে অনেক ভিতরে ব্যারাক নির্মাণ করা হলেও যাতায়াতের জন্য এপ্রোচ রোড নির্মিত না হওয়ায় ব্যারাকের সাথে যোগাযোগ কষ্টসাধ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

খুলনা জেলা

১০.৯ ব্যারাক ভবনের বাথরুমের কিছু কিছু পানির কল, গোসলের ঝড়না, গ্লাস সেলফ অকেজো নষ্ট ও ভাঙ্গা, অবস্থায় পাওয়া গেছে। সুষ্ঠু নির্মাণের অভাবে বাথরুমের পানি চুঁইয়ে ব্যারাকে ঢুকে সমস্যার সৃষ্টি করছে।

১০.১০ ভবনের প্রতি ফ্লোরে বৃষ্টির পানি ঢুকে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

১০.১১ কতিপয় ফ্লোরে বৈদ্যুতিক পাখা ও টিউব লাইটের সুইচ নষ্ট দেখা গেছে যার ফলে বিদ্যুতায়নজনিত নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে।

১০.১২ ছাদের উপরের রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপের মুখে জমে থাকা ময়লা নিয়মিত পরিস্কার না করায় ছাদে পানি জমে থাকা ও ড্যাম্প হয়ে ছাদের স্থায়িত্ব হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১১। সুপারিশ/মতামত ঃ

ঢাকা জেলা

১১.১ বাথরুমে নিম্নমানের ফিটিংস ব্যবহার ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করার ফলে বাথরুমগুলি ব্যবহারে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সকল অকেজো ও নিম্নমানের সামগ্রী মেরামত/পুনঃ স্থাপন করতে হবে।

১১.২ ভবিষ্যতে ব্যারাক স্থাপনকালে কনস্টেবলদের ব্যবহার্য্য সামগ্রী যথা: বাক্স, জামাকাপড়, জুতা, মালামাল ও অস্ত্রসস্ত্র রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জায়গা নিশ্চিত হয় এমন পরিমাপের ব্যারাক নির্মাণ করতে হবে।

১১.৩ সিঁড়িতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে যেন ময়লা জমে না থাকে সে জন্য নিয়মিত সিড়িঁ পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

১১.৪ সুবিধাজনক ব্যবহারের স্বার্থে ডাইনিংয়ে স্থাপিত বেসিন কল সঠিক মাত্রায় উচ্চতায় স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১.৫ ভবনের যে সকল স্থানে হেয়ারক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে তা দ্রত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে হবে।

বরিশাল জেলা

১১.৬ বরিশালের ব্যারাকের নীচতলায় ডাইনিং-এ যাওয়ার করিডোরে প্রোটেকশন গ্রীল পরিবর্তন করে মানসম্মত গ্রীল প্রতিস্থাপন করতে হবে।

১১.৭ বাথরুমে স্থাপিত নিম্নমানের ফিটিংস প্রতিস্থাপন করে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

রাঙ্গামাটি জেলা

১১.৮ দরজায় ব্যবহৃত কাঠ যথাযথভাবে সীজন না হবার কারনে কাঠের জোড়ায় দিকে ফাঁকা সৃষ্টি হয়েছে যা প্রতিস্থাপন/ মেরামতের দ্রত ব্যবস্থা করতে হবে।

সিলেট জেলা

১১.৯ রান্না ঘরের দেয়ালের বাহির পার্শ্ব দিয়ে পানি চুঁইয়ে আসা বন্ধ করতে হবে এবং দরজা মেরামত করে আটকানোর উপযোগী করতে হবে।

১১.১০ সহজ যাতায়াতের লক্ষ্যে মেইন রোড হতে অনেক ভিতরে ব্যারাক নির্মাণ করায় যাতায়াতের জন্য এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা যেতে পারে।

খুলনা জেলা

১১.১১ প্রকল্পের নির্মিত ভবনের টয়লেটের অভ্যন্তরের পানির কল, গোসলের ঝড়না, গ্লাস সেলফ ইত্যাদি মেরামত অথবা নতুনভাবে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাথরুমের পানি যাতে ব্যারাকের ভিতরে চুঁইয়ে না যায় তা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, টয়লেটের অভ্যন্তরে ড্যাম্প হওয়া দেয়াল মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.১২ নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যারাক ভবনের যে সকল বৈদ্যুতিক পাখা ও টিউব লাইট জ্বলে না তা মেরমতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ইলেকট্রিক তারের যথাযথ সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১১.১৩ ভবিষ্যতে ভবনের দরজা নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিমিত সীজনকৃত কাঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১১.১৪ ছাদে যাতে পানি না জমে তার জন্য রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এর উপরের নেটের ময়লা নিয়মিত পরিস্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাধারণ সুপারিশ ঃ

১১.১৫ মূল প্রকল্পটি ২ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও পরবর্তীতে আরো ২ বছর ৬ মাস অর্থাৎ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে যা কাঙ্খিত নয়। সংশোধনকালে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ৪১৩.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ আরো ৬ মাস বৃদ্ধির কথা বলা হলেও প্রকৃত অর্থে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল খাতের ব্যয়, গাড়ী ও অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও অন্যান্য ওভারহেড ব্যয় ঠিকই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে এ বিলম্বের কারণে পূর্বাহ্নে ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তিও বিলম্বিত হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি নিরুৎসাহিত করতে হবে। মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির বিলম্বের মূল কারনসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঐ সকল কারণসমূহ প্রতিকারে পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা নিবে।

১১.১৬ ভবিষ্যতে ব্যারাকে অস্ত্রাগার, আবাসিক কোয়ার্টার, বিনোদন কক্ষ, মসজিদসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.১৭ প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট সম্পন্ন হওয়ার পর তা আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

১১.১৮ প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

৪৫টি জেলায় পলিশ সপারদের বিদ্যমান অফিস ভবন উ?র্ধ্বমুখী সম্পসারণ করে সিআইডি'র ৪৫টি অফিস ভবন নিমাণ ?????সমাপ্ত মল্যায়ন পতিবেদন।

(সমাপ্ত ঃ জন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম ঃ ৪৫টি জেলায় পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করে সিআইডি'র ৪৫টি অফিস ভবন নির্মাণ।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ পুলিশ অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৩৫০.০০ ২৩৫০.০০ -	২০২৫.০০ ২০২৫.০০	১৯৯৬.৩৮ ১৯৯৬.৩৮	জুলাই,১২ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই,১২ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই,১২ হতে জুন, ২০১৫	* (-) ৩৫৩.৬২ (১৫.০৪%)	১ বছর (৫০%)

* প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয়ের অপেক্ষা ৩৫৩.৬২ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	A. Revenue compnent				
1.	Pay & allowance fof officers and staff	-	-	-	-
2.	Registration & Insurance fee	-	-	-	-
3.	Printing of Structural design and drawing, architeetural drawing tender etc.	5.27	-	5.27	-
4.	Purchase of Stationeries	9.54	-	9.54	-
5.	Books & Journals	-	-	-	-
6.	Advertisement	17.43	-	17.43	-
7.	Training	-	-	-	-
8.	Chemical products	-	-	-	-
9.	Consumable & personal Protection	-	-	-	-
10.	Consultancy	-	-	-	-
11.	Honorarium	2.48	-	2.48	-
	Sub Total (Revenue Component)	34.71	-	34.71	-
12.	Capital Cost	1842.20	-	1842.20	-
13.	Transport/sample collection van	-	-	-	-
14.	Machineries & Equipment	-	-	-	-
15.	Computer and other accessories	33.50	46	33.50	-
16.	Computer software	-	-	-	-

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
17.	Furniture, utensils etc.	47.54	45	47.54	
18.	Office Equipments	66.90	46	66.90	
19.	Construction work (Civil, Electrics & road)	-	-	-	-
	Sub Total (Capital Component)	1990.14	-	1990.14	-
20.	Price Contingency	-	-	-	-
21.	Price Contingency	-	-	-	-
	Total	2025.00		1996.38	

৬। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৬.১ পটভূমি ঃ

অপরাধ তদন্তে সিআইডি বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বিভাগীয় পর্যায়ে সিআইডি অফিসে একজন সিনিয়র এসপিসহ ১০/১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া জোনাল অফিসগুলোতে একজন অতিরিক্ত এসপিসহ ৫ জন অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, জেলা পর্যায়ে একজন এএসপিসহ ২-৫ জন ইন্সপেক্টর, ২-৬ জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ১০/১২ জন্য অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। কিন্তু সিআইডি বাংলাদেশ পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও জেলা পর্যায়ে তাদের কোন নিজস্ব অফিস ভবন নেই। জেলা পুলিশ অফিস অথবা কোর্ট ভবনে অপরিসর ও জরাজীর্ণ কক্ষে জেলা সিআইডির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এমনকি কয়েকটি জেলায় ভাড়া করা ভবনে সিআইডির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বিধায় স্থান সংকটের কারণে তদন্তকারী কর্মকর্তারা যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। স্বাধীনতার পর পুলিশ বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসলেও জেলা পর্যায়ে সিআইডির জন্য পৃথকভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, সিআইডির অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ ৪৫টি জেলায় অবস্থিত পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে সিআইডিকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ

উপযুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ২৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১০-০৯-২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

৬.৪ প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম ঃ

- ৪৫টি জেলায় পুলিশ পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান ২তলা অফিস ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে ৩য় তলা নির্মাণ: ১২২৯১ বর্গ মিটার;
- এ্যাক্সেসরিজসহ কম্পিউটার ক্রয় ৪৬টি;
- অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ৪৬ সেট এবং
- আসবাবপত্র ক্রয় ৪৫ সেট ইত্যাদি।

৬.৫ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান খান পিপিএম স্পেশাল সুপারেনটেন্ট অব পুলিশ	০৪/১১/২০১২	১৯৫/২০১৪	খন্ডকালীন
০২	জনাব শামীমা ইয়াসমিন স্পেশাল সুপারেনটেন্ট অব পুলিশ	২০/৫/২০১৪	২৭/৫/২০১৫	খন্ডকালীন
০৩	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান খান পিপিএম স্পেশাল সুপারেনটেন্ট অব পুলিশ	২৮/৫/২০১৫	৩০/৬/২০১৫	ফুল টাইম

৮। প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

নারায়নগঞ্জ ঃ

৮.১ গত তারিখে ২৩/০২/২০১৬ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নারায়নগঞ্জ জেলা অংশের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত জেলার সহকারী পুলিশ সুপার ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে নির্মিত ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলার মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতিপয় অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেছে, যেমন: সিআইডি কার্যালয়ের করিডোরে স্থাপিত লাইট প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে হয়েছে। ফলে পয়োজনীয় আলো স্বল্পতার কারনে দাপ্তরিক কাজকর্মে কিছুটা সমস্যা হয় মর্মে মনে হয়েছে। এছাড়া বাথরুমে স্থাপিত লাইট খুলে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখা যায়, ভবনের দেয়ালে হেয়ার ক্রাক এবং ছাদের উপরে স্থাপিত পানির ট্যাংক হতে পানি পরে তা ছাদে জমে থাকতে দেখা গেছে। সিআইডি অফিসের ছাদে প্রচুর ময়লা আবর্জনা জমে থাকতে দেখা গেছে। এসকল আবর্জনা দীর্ঘ দিন জমে থাকলে ছাদের স্থায়ীত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পিডব্লিউডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সিআইডির সংশ্লিষ্ট এএসপি নিয়মিত ছাদের ময়লা আবর্জনাসহ যাবতীয় ময়লা পরিস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে পরিদর্শনকারীকে জানিয়েছেন।



বাথরুমের লাইট ঝুলে থাকা (নারায়ণগঞ্জ)



দেয়ালে হেয়ার ক্রাক থাকা

চাঁদপুর

৮.২ গত ২৫/৩/২০১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "৪৫টি জেলায় পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করে সিআইডি'র ৪৫টি অফিস ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চাঁদপুর জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত জেলার পুলিশ সুপার ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চাঁদপুর সিআইডি অফিসের বাথরন্নমে হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। ছাদে রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এর মুখে ময়লা জমে থাকা এবং রইন ওয়াটার ডাউন পাইপের উপরে নেটের জাল অন্যত্র পরে থাকতে দেখা যায়। এর ফলে বিভিন্ন আবর্জনা, গাছের পাতা ডাউন পাইপের ভিতরে ঢুকে আটকে থাকে, পরবর্তীতে ছাদে শেওলা জমে ছাদ ড্যাম্প হয়ে ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

৮.৩ প্রকল্পটিতে ৪৫ জেলায় ৪৫টি সিআইডি অফিস নির্মাণ করার জন্য অনুমোদিত হলেও ৪টি জেলার সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, ঝালকাঠী ও বাগেরহাট ৪টি অফিস স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সিআইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনায় তিনি জানান যে ৪টি জেলায় বিদ্যমান ৪টি পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের (ইতোমধ্যে নির্মিত) ৪টি ভবন পূর্বেই ২ তলা ফাউন্ডেশনে ২ তলা নির্মিত ছিল। তাই এর উপরে পুনরায় ৩য় ও ৪র্থ তলা করা সম্ভব হয়নি। উল্লিখিত ৪টি জেলা ছাড়া অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৪তলার ভীত স্থাপনের মাধ্যমে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দোতলা ভবন নির্মিত ছিল। ফলে উক্ত ৪১ জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে সিআইডি অফিস স্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত ৪টি জেলায় পূর্বে নির্মিত ভবন কেন ৪ তলার পরিবর্তে ২ তলা ভীত করা হয়েছিল এ বিষয়ে পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট জেলা ও হেডকোয়ার্টারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। এমনকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে এর কারণ জানাতে বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পিডব্লিউডি কর্তৃক দেয়া হয়নি।



ছাদে রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এর মুখে ময়লা জমা।

৯.০ **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি** ঃ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৪ অনুসরণ করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি ২টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র কমিটিতে নিজ সংস্থা বহির্ভূত দু'জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের স্বাক্ষর ও সীল পরিলক্ষিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিআইডি কার্যালয়ের নির্মাণ কাজকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে পূর্ব এবং পশ্চিম পোরশন। দুটি পোরশনের টেন্ডার যথাক্রমে দৈনিক নিউনেশন, যুগান্তর, দি-ইনডেপেন্ডেন্ট ও লোকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পূর্ব পোরশনের ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয় ২১/৬/২০১২ তারিখে এবং কাজ শুরু হয় ২১/৬/২০১২ তারিখে এবং কাজ শেষ হয় ১১/৭/২০১৩ তারিখে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে এবং ব্যয়ে কাজ শেষ হয়েছে। পশ্চিম পোরশনে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয় ২৩/১২/২০১৩ তারিখে। কাজ শুরু হয় ২৩/১২/২০১৩ তারিখে এবং শেষ হয় ২৩/১২/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে এবং ব্যয়ে কাজ সমাপ্ত হয়।

১০. **অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি** ঃ প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর এর অনুচ্ছেদ-এফ মনিটরিং এন্ড অডিটিং এর ২.১ নং অনুচ্ছেদের ইন্টারন্যাল এন্ড এক্সটারন্যাল অডিটে কোন তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া উপানুচ্ছেদ ২-৩-এ ফরেন অডিট এর কলামে বলা হয়েছে যে "Asnwer has been sent by PWD". প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিপূর্বক তা আইএমইডিকে অবহিত করা প্রয়োজন।

১১. **সমস্যা ঃ**

নারায়ণগঞ্জ

১১.১ নারায়নগঞ্জ সিআইডি কার্যালয়ের করিডোরে স্থাপিত লাইটের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে। ফলে করিডোরে চলাফেরা বা কাজের সমস্যা হতে পারে মর্মে মনে হয়েছে।

১১.২ ছাদের উপরে স্থাপিত পানির ট্যাংক হতে অনবরত পানি পরে তা ছাদে জমা হচ্ছে এবং ছাদে প্রচুর ময়লা আবর্জনা জমে থাকতে দেখা গেছে। ফলে ভবনের ছাদ ড্যাম্প হয়ে ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং এর স্থায়ীত্ব কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১১.৩ বাথরুম ও ভবনের দেয়ালে হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে এবং বাথরুমের স্থাপিত লাইট খুলে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

চাঁদপুর

১১.৪ চাঁদপুর সিআইডি অফিসের বাথরুমে হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া ছাদে রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এর মুখে ময়লা জমা এবং নেটের জাল অন্যত্র পরে থাকতে দেখা গেছে। ফলে ভবনের ছাদ ড্যাম্প হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

অন্যান্য সমস্যা ঃ

১১.৫ প্রকল্পের আওতায় ৪৫টি পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সিআইডি অফিস স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ৪টি জেলায় (সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, ঝালকাঠী ও বাগেরহাট) বিদ্যমান পুলিশ সুপারের কার্যালয় পিডব্লিউডি কর্তৃক ৪তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে দোতলা করার কথা থাকলেও তা চারতলা ফাউন্ডেশনের স্থলে পূর্বেই দোতলা ফাউন্ডেশন দেয়া হয়েছিল মর্মে জানা গেছে। ফলে ইতোপূর্বে বিদ্যমান পুলিশ সুপারের উল্লেখিত ৪টি জেলায় এসপি অফিসে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি।

১১.৬ পিসিআর-এ অডিট আপত্তি সম্পন্ন বা সম্পন্ন না হওয়ার বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে জানতে চাইলেও উপস্থিত কর্মকর্তা সঠিকভাবে এ বিষয়ে জানাতে পারেনি।

১২.০ **সুপারিশ/মতামত ঃ**

নারায়ণগঞ্জ

১২.১ সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের স্বার্থে অফিসের সকল প্রযোজ্য স্থানে আরো লাইট (বাল্ব) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২.২ সিআইডি অফিসের দেয়ালে দু'এক জায়গায় যে হেয়ার ক্রাক রয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বাথরমসহ যে সকল স্থানে বৈদ্যুতিক সংযোগে ফিটিংসে সমস্যা রয়েছে তা যথাযথভাবে মেরামত/ পুনরায় স্থাপন করতে হবে।

১২.৩ ভবনের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য ছাদের উপরে স্থাপিত ট্যাংক হতে সার্বক্ষণিক পানি পরা বন্ধ এবং নিয়মিত ছাদে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করতে হবে।

চাঁদপুর

১২.৪ ভবনের স্থায়ীত্ব রক্ষার্থে সিআইডি ভবনের ছাদের উপরে রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এর মুখে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা নিয়মিত পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রযোজ্য স্থানে লোহার নেট স্থাপন করতে হবে। সেই সাথে সিআইডি অফিসের বাথরুমে যে হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি হয়েছে তা যথাযথভাবে মেরামত করতে হবে।

অন্যান্য সুপারিশ ঃ

১২.৫ ৪টি জেলার বিদ্যমান পুলিশ সুপারের কার্যালয় ৪ তলার ফাউন্ডেশনের ভিত্তিতে দোতলা করার কথা থাকলেও কেন তখন ৪তলার স্থলে দোতলা ফাউন্ডেশনসহ দোতলা ভবন স্থাপিত হয়েছিল সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় পিডব্লিউডি'র নিকট হতে প্রকৃত কারণ জানতে এবং প্রাপ্ত তথ্য আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১২.৬ প্রকল্পের আওতায় উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিপূর্বক তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।